মুজিববর্ষের পর্যটন
সম্প্রীতি ও উন্নয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন শিল্প সেবাখাতের অন্যতম এবং একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিল্পটি তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ঠ্যতার কারণে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প খুবই সম্ভাবনাময়। পৃথিবীর যে কোন পর্যটককে আকৃষ্ট করার মত সকল পর্যটন আকর্ষনীয় উপাদান বাংলাদেশে বিদ্যমান। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম 'পর্যটন গন্তব্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার কর্তৃক পর্যটন আইন-২০১০ এর ক্ষমতাবলে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) গঠন করা হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবদানকে উন্নীতকরণ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণ ও বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলাই জাতীয় পর্যটন সংস্থার মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন সম্ভাবনাময় দেশ। নান্দনিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বৈচিত্রময় জীবনধারা, আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য এবং প্রত্ন সম্পদে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্য। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন; পৃথিবীর দীর্ঘতম অখন্ড বালুকাময় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার; পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃ-জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রময় জীবনধারা ও সংস্কৃতি; দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ; অসংখ্য হাওড়, বিল, নদনদী; সিলেট অঞ্চলের সারি সারি চা বাগান ও জলাবন এবং সর্বোপরি এদেশের মানুষের মুখের অকৃত্রিম হাসি পৃথিবীর যেকোন দেশের ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করতে সক্ষম। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পের এ সমৃদ্ধ উপকরণ বহিঃবিশ্বে তুলে ধরতে প্রচার ও বিপণন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসাবে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশকে আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় একক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০-২১ অর্থবছর ছিল একটি সংকটকাল যা আমাদের চিরাচরিত পদ্ধতির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত করেছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ডিজিটাল পদ্ধতিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে পর্যটন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

২) দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ

১. পর্যটন উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, সুপারিশ প্রদান ও বিদ্যমান পর্যটন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা;

২. পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা প্রদান;

৩. পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও গণসচেতনতা তৈরি;

৪. দায়িত্বশীল পর্যটন (Responsible Tourism) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকার, ব্যক্তিখাত, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, নারী সংগঠন ও মিডিয়ার অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;

৫. বিদেশি পর্যটন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের পর্যটন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান ও কাজে সমন্বয় সাধন;

৬. বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন এবং অবস্থানকে সহজতর ও নিরাপদ করাসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

৭. পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাসমূহ সৃষ্টি এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও দেশে-বিদেশে বিপণনের বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ বা দপ্তরের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন;

৮. পর্যটন আকর্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যটকদের স্বার্থ রক্ষায় মানসম্পন্ন পর্যটন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯. প্রতিবন্ধী পর্যটকদের অংশগ্রহণের সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ;

১০. পর্যটন শিল্পে নারীর অধিকার ও অংশগ্রহণ সংরক্ষণ;

১১. পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য গবেষণা, আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

১২. পর্যটন সম্পৃক্ত রুগ্ন শিল্পকে সহায়তা প্রদানকল্পে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

১৩. পর্যটন সম্পর্কিত যাবতীয় মেলার আয়োজন ও প্রচার বা প্রকাশনামূলক কার্যক্রম গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদান।

৩) সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং বোর্ডের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি গভর্ণিং বডি রয়েছে। গভর্ণিং বডি'র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড যথাক্রমে গভর্ণিং বডি'র চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করেন।

সাংগঠনিক কাঠামো

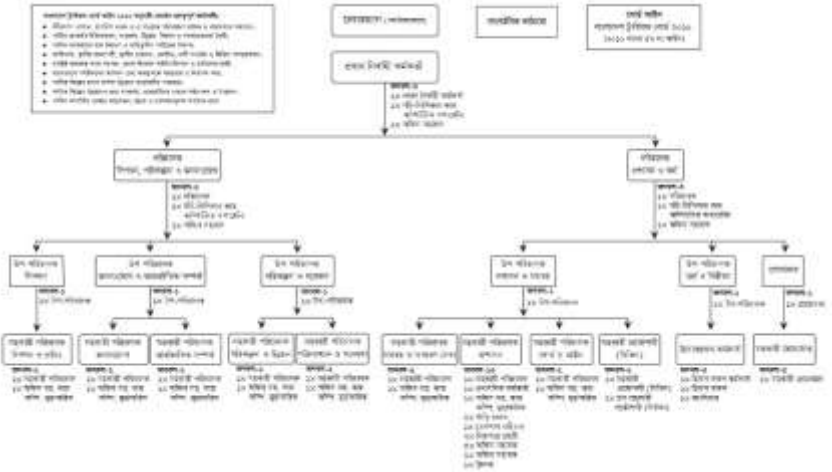

৪) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) জনবল :

ক্রম.	পদের নাম	গ্রেড	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের সংখ্যা	মোট পদের সংখ্যা
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	২য়	১	০	১
২	পরিচালক	৩য়	২	০	২
৩	উপপরিচালক	৫ম/ ৬ষ্ঠ	৪	১	৫
৪	প্রোগ্রামার	৬ষ্ঠ	০	১	১
৫	সহকারী পরিচালক	৯ম	৫	৩	৮
৬	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	১	০	১
৭	সহকারী প্রোগ্রামার	৯ম	০	১	১
৮	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৯ম	০	১	১
৯	উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০ম	০	১	১
১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	০	১	১
১১	হিসাবরক্ষক	১৩তম	১	০	১
১২	সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	০	৩	৩
১৩	ক্যাশিয়ার	১৫তম	১	০	১
১৪	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬তম	৪	৫	৯
১৫	গাড়িচালক	১৬তম	২	০	২
১৬	ডেসপাস রাইডার	১৯তম	১	০	১
১৭	অফিস সহায়ক	২০তম	৪	৩	৭
১৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	২	০	২
১৯	ক্লিনার	২০তম	১	০	১
	মোট		২৯	২০	৪৯

কর্মরত জনবলের তথ্য

১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) প্রেষণে নিয়োজিত (সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)।

২) ০২ জন পরিচালক (যুগ্মসচিব) প্রেষণে নিয়োজিত (প্রেষণ/পদোন্নতিযোগ্য (৫০%) পদের বিপরীতে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)।

৩) ০৩ জন উপসচিব ও ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব উপপরিচালক পদে প্রেষণে নিয়োজিত (সরাসরি নিয়োগযোগ্য/ পদোন্নতিযোগ্য পদের বিপরীতে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত)।

৪) ০৪ জন সহকারী পরিচালক, ০১ জন সহকারী পরিচালক (বোর্ড ও আইন), ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ০১ জন হিসাবরক্ষক, ০১ জন ক্যাশিয়ার, ৪ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকসহ মোট ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নিজস্ব জনবল হিসেবে কর্মরত আছেন।

৫) আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ২ জন ড্রাইভার, ১ জন ডেসপাস রাইডার, ৪ জন অফিস সহায়ক, ২ জন নিরাপত্তা প্রহরী ও ১ জন ক্লিনারসহ মোট ১০ জন নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের সম্মতি নিয়ে বিটিবি'র বিদ্যমান জনবলের অতিরিক্ত ০২ (দুই) জন ক্লিনার আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাক্রয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নতুন ১২টি পদ সৃজন

বেবিপপম'র ৩০.০১৬.০১১.০০.০০.০০২.২০১২-৪০২, তারিখ: ২১/১১/২০১২ খ্রি. স্মারকমূলে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের জন্য ৩৯ টি পদ সৃজন করা হয়। এছাড়া, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ০১টি পদ সৃজন করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড হতে পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থবিভাগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণের পর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালের ২১ অক্টোবর বিটিবি'র জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে নতুন ১২টি পদ সৃজনের আদেশ জারি করা হয়। এছাড়া, সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ৩৯টি পদের মধ্যে আউটসোর্সিংয়ের ভিত্তিতে পূরণযোগ্য অফিস সহায়কের ০৮টি পদকে রাজস্ব খাতে সৃজনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থবিভাগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণের পর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিটিবির জন্য রাজস্ব খাতে ০৮ (আট)টি

পদের পরিবর্তে ০৫ (পাঁচ)টি পদ সৃজনের আদেশ জারি করা হয়। ফলে বর্তমানে বিটিবি'র সাংগাঠনিক কাঠামোতে মোট অনুমোদিত জনবল মোট ৪৯ জন।

জনবল নিয়োগ কার্যক্রম

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের জন্য ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর সৃজিত পদগুলোর মধ্যে বর্তমানে ০৬টি শূন্য পদ রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১টি, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর-৩টি এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-২টি সহ মোট ৬টি পদ পূরণের লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৮ এপ্রিল ও ১২ এপ্রিল ২০২১ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে করোনা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হলে সরকার কর্তৃক সারাদেশব্যাপী লকডাউন দেয়ায় নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি অনুকূল হলে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

আইন/নীতিমালা, বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ১২টি নতুন পদ সৃজনের আদেশ জারি করা হয়। সৃজিত ১২টি পদের মধ্যে যেগুলো বিদ্যমান বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৪ এ অন্তর্ভুক্ত নেই সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য খসড়া প্রবিধানমালা (সংশোধন কল্পে) প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধনের জন্য প্রেরিত খসড়া প্রবিধানমালা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নবসৃষ্ট ১২ (বার) টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

(খ) প্রশিক্ষণ:

দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গড়ে প্রায় ৮৩ ঘণ্টা করে মোট ২২৩৫ জনঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়-

মাইস ট্যুরিজম; সুনীল অর্থনীতি ধারণা, গুরুত্ব ও আমাদের করনীয়; এপিএ প্রণয়ন, মনিটরিং, মূল্যায়ন এবং সফট্ওয়ারের ব্যবহার; ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; ইএফটি বাস্তবায়ন; দাপ্তরিক কাজে ইনোভেশন ও সেবা

সহজীকরণ; সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯; সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯; ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯; সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪: নোট লিখন, নথি ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণ, নথির গতিবিধি ও পত্র প্রাপ্তি ও পত্র জারী, দাপ্তরিক পত্র: ধরন, লিখন রীতি ও প্রেরণ, ডাক: ব্যবস্থাপনা, উপস্থাপন, পেন্ডিং লিষ্ট ও ব্যবস্থাপনা; বিভিন্ন রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার; রেকর্ড বাছাই ও বিনষ্টকরণ; স্টোর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও স্টোরের হিসাব সংরক্ষণ; কর্মবন্টন; দাপ্তরিক ও সরকারি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা; অফিস শৃঙ্খলা, আচরণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন; দাপ্তরিক পোষাক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচার; কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, সিটিজেন চার্টার; বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনা; পেনশন বিধিমালা; বিভাগীয় মামলা; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধিমালা ২০১০, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশ নেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ গোলাম ফারুক, উপসচিব (কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা) ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক ও সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ ফাউজুল কবীর; অর্থ মন্ত্রণালইয়ের উপসচিব জনাব আবদুর রহিম, অর্থ বিভাগের আইটি ইঞ্জিনিয়ার ও প্রোগ্রামার (**iBAS++**) জনাব এমডি শফিউল আলম শরীফ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সহকারী প্রধান মোঃ মাহবুবুর রহমান; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পর্যটন) ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, উপসচিব জনাব মোঃ সফিউল আলম, প্রোগ্রামার মোঃ মেহেদী হাসান; তথ্য কমিশনের পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) ড. মো: আ: হাকিম; বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ, পরিচালক জনাব শাহ্ আবদুল আলীম খান, উপপরিচালক জনাব মোছা: হাজেরা খাতুন, ডা: আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান। প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক জনাব শাহ্ আবদুল আলীম খান এবং সমন্বয় করেন উপপরিচালক জনাব মোছা: হাজেরা খাতুন।

৫) বাজেট

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৯,৬৪,৬৫,০০০/- (উনচল্লিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা বাজেট থাকলে ও সংশোধিত বাজেট এসে দাড়ায় ৩২,৫৪,২৯,০০০/- (বত্রিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনত্রিশহাজার) টাকা।

উক্ত বরাদ্দকৃত সংশোধিত বাজেট দ্বারা ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬০ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে "গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন" বিষয়ক অনলাইন কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাসমূহে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কোভিড-১৯ এর সম্পর্কে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে May

the world get well soon ও Corona virus disease (COVID-19)-Awareness শিরোনামে ০২ (দুই) টি, বিদেশী পর্যটকদের কে বাংলাদেশে ভ্রমণে উৎসাহিত করতে 'Reviving Happiness' শিরোনামে ১ টি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উৎযাপন উপলক্ষ্যে ১টি, The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman এবং Happy birthday to father of our nation নামে মোট ০২ (দুই) টি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উৎযাপন উপলক্ষ্যে 26 March The Golden Jubilee of Independence শিরোনামে ১টি Television Commercial (TVC) প্রস্তুত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে উপস্থাপনের জন্য Festivals of Bangladesh ও Rural Life of Bangladesh শিরোনামে দুইটি Documentary নির্মাণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পর্যটন শিল্পে Standard operating procedure (SOP) অনুসরণ বিষয়ক ০৮ (আট) ধরণের এসওপি লিফলেট ও এসওপি বুকলেট প্রস্তুত ও বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়েছে। Impact of Covid-19 on Bangladesh Tourism Industry: Assessment and Suggestion বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম ও কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সংকট উত্তরণের উপায় এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা মূলক পর্যটন বাজারে সুবিধা অর্জনের জন্য একটি Tourism Recovery Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালায় অংশগ্রহণ; বিদেশী প্রচারের মাধ্যমে বিদেশী ভাষায় প্রচার, বিপণন ও ডিজিটাল মার্কেটিং, ওয়েববেজড প্রমোশন, সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার, অন্যান্য বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন কমার্শিয়াল নির্মাণ, পর্যটন স্পট সমূহের উপর প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ, ভিডিও ক্লিপস তৈরি, পর্যটন সার্কিট ব্রশিউর মুদ্রণ, বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন, মুজিববর্ষ পালন, জেলা পর্যায়ে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের সুবিধাদি উন্নয়ন, ফটো-কম্পিটিশন, রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন; ট্যুর গাইড, ট্যুর অপারেটর, স্ট্রিটফুড ভেন্ডর, কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজমসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; ভ্রমণ, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সফটওয়্যার, ডাটাবেজ তৈরি, ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে ২০,১১,৬৪,৩৬৬/- (বিশ কোটি এগার লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত ছিয়ট্টি) টাকা ব্যয় হয়েছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস সংক্রমণের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অনেক কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ, দেশীয় পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ ও আয়োজন, পরিচিতিমূলক ভ্রমণ আয়োজন, বীচ কার্ণিভাল আয়োজন, পর্যটন বিষয়ক টিভিসি/ ডকুমেন্টারী তৈরি এবং শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় ১২,৪২,৬৪,৬৩৪/- (বার কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার

ছয়শত চৌত্রিশ) টাকা অব্যয়িত রয়েছে এবং উক্ত অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের EFT তে পর্দাপণঃ

অনেক প্রতিক্ষার পর গত ২২ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বেতন বিল দাখিল করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Electronic Fund Transfer (EFT) তে যোগদান করে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা–কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি এবং সরবরাহকারীদের বিল সরাসরি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অনুকূলে সরকারি হিসাব থেকে সরাসরি বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে একটি Public Ledger (PL) Account খোলার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে গত ১৫ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গত ০৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি. তারিখে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যলয় থেকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অনুকূলে PL Account: 131017300, Bangladesh Tourism Board শিরোনামে একটি PL Account খোলা এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) হিসেবে পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের iBAS++ System এর কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করে EFT চালু করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা–কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদিসহ সকল ক্রয়, সরবরাহ ও সেবা বাবদ ব্যয়ের বিল Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। EFT এর মাধ্যমে PL Account থেকে সুবিধাভোগীর (Beneficiary) এর অনুকূলে অর্থ প্রদানের ধাপ হিসেবে iBAS++(Integrated Budget & Accounting System) এ (১) Entry (২) Approval ও (৩) Transmit তিনটি লেভেল রয়েছে যা যথাক্রমে (১) হিসাবরক্ষক, (২) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও (৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার আইডি থেকে সম্পন্ন করা হয়।

৬) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যেমন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার ও সেবা বক্স সংযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত তথ্য অধিকার ও সেবা বক্সে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সহ তথ্য সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রবিধিমালা আপলোড করা হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০২০ হালনাগাদ ও ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর ও ইমেইলের ঠিকানা এবং আপীল কর্মকর্তার মোবাইল ও ইমেইলের ঠিকানা

ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফর্ম ও আপীল সংক্রান্ত আবেদন ফর্ম ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য কমিশনের পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) ড. মো: আ: হাকিম কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধিমালা ২০১০, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সেবা বক্স সংযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সেবা বক্সে অভিযোগ নিষ্পন্ন কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার নাম, পদবী, ই-মেইল ও কার্যপরিধি আপলোড করা হয়েছে। অভিযোগ দাখিল ফরম, আপিল দাখিল ফরম, মন্ত্রণালয়/বিভাগের আপিল কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে অভিযোগ দাখিল ফরম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিত করার জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৫ নভেম্বর ২০২০, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ২৪ জুন ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড "প্রাইভেট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/ অংশীজনদের অবহিতকরণ" বিষয়ক মোট ৪ টি কর্মশালা আয়োজন করে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। সভাপতি কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে উল্লেখ করা হয়, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাগণকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে সরকারী কর্মকর্তাগণ স্বপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসছেন। অংশীজনগণকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে তার অভিযোগ প্রতিকারের জন্য একটি স্থান বা পদ্ধতি রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমে কোন ত্রুটি সংক্ষুব্ধ সেবা গ্রহিতা Grievance Redress System এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ করতে পারেন। এ আয়োজনে Grievance Redress System সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিস্তারিত উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (বিপণন, পরিকল্পনা ও জনসংযোগ), জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। উপস্থিত অংশীজনদের সাথে পরিচিতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব শাহ আবদুল আলীম খান।

৮) সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন

৮.১ বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন

২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ রবিবার সকাল ১১:০০ টায় [কভিড ১৯ এর কারণে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে জুমের মাধ্যমে] ২৫০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এম.পি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব র, আ, ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এম.পি সংযুক্ত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মহিবুল হক। 'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ।

২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এম.পি বলেন, বাংলাদেশের পর্যটন পণ্যের বৈচিত্র্যতা ও সম্ভাবনা অনেক। বাংলাদেশের সৌন্দর্যের আধার গ্রাম অঞ্চলেই আমাদের অধিকাংশ পর্যটন আকর্ষণ অবস্থিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের এই সৌন্দর্যকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরার জন্যই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠন করেছেন। এখন সময় এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবতায় রূপ দেয়ার, আমাদের পর্যটন পণ্যগুলোকে উপযুক্ত ব্র্যান্ডিং করে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে পর্যটন যাতে সহায়ক শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব আ, ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটনের উন্নয়নে ভালো কাজ করছে তবে আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে। পর্যটনের জন্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চল গড়ে তোলার

জন্য কাজ করতে হবে। গ্রাম বাংলার আবহমান সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মহিবুল হক বলেন, পর্যটনের অপার সম্ভাবনার দেশ হলেও আমরা আমাদের পর্যটন পণ্যকে এখনো বিশ্ববাসীর সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারিনি। যার কারণে জিডিপিতে আমাদের পর্যটন শিল্পের অবদান এখনো কম রয়েছে। পর্যটনের উন্নয়নে আমরা এখন আন্তরিকভাবে কাজ শুরু করেছি। পর্যটন শিল্পের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছি। দেশের সকল পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের জন্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রবর্তনের জন্য কাজ করছি।

অনুষ্ঠানে 'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব জনাব জাবেদ আহমেদ। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব রাম চন্দ্র দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূইয়া, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর পরিচালক ও প্রাক্তন ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মনোয়ারা হাকিম আলী, ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) এর সভাপতি জনাব মো: রাফেউজ্জামান, হজ্জ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর সভাপতি জনাব এম সাহাদাত হোসাইন তসলিম, ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ট্রিয়াব) এর সভাপতি জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ।

এছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব ওয়াসিউল ইসলাম, পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের মহাসচিব জনাব তৌফিক রহমান, ডিসকভারী ট্যুরস এন্ড ট্র্যাভেলস এর ফাউন্ডার জনাব জাহিরুল আলম নোমান এবং সিবিটি বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মহিউদ্দিন হেলাল।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে আরও অন্যান্য যে সকল কর্মসূচি আয়োজন করা হয় তার মধ্যে ছিল অনলাইন প্রেস কনফারেন্স আয়োজন; ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ব্রান্ডিং; ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণাধীন ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন টিভিসি এবং রাস্তার পাশের বৈদ্যুতিক পোস্টে স্থাপিত ছোট ইলেট্রনিক বোর্ডে বিশ্ব পর্যটন দিবসের থিম প্রচার; বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশনে চ্যানেলে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নির্মিত টিভিসি প্রচার; বাংলা ভাষায় স্মরণিকা প্রকাশ; বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ই-নিউজ লেটার প্রস্তুত এবং দেশে বিদেশে ৫০০০ হাজার পাঠকের নিকট ই-মেইলে প্রেরণ;

মোবাইলে এস এম এস ব্লাস্ট; সারা দেশে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে আকর্ষণীয় স্মরণিকা প্রকাশ

ছবি: বিশ্ব পর্যটন দিবসের স্মরণিকা

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড একটি আকর্ষণীয় স্মরণিকা প্রকাশ করে। এতে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কুষ্টিয়ার ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আরফিন, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব শাহিদা সুলতানা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব তানভীর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূইঁয়া, পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের মহাসচিব জনাব তৌফিক রহমান, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) সভাপতি জনাব মো: রাফেউজ্জামান, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জনাব শারমিন সুলতানা, এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) এর প্রেসিডেন্ট এবং এটিএন বাংলার নিউজ এডিটর জনাব নাদিরা কিরণ, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম অ্যান্ড

হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান ড. এ আর খাঁন, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান জনাব মাহবুব পারভেজ, বাংলাদেশ ইনবাউন্ড ট্যুর অপারেটর'স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক জনাব মো: ধূসর আহমেদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম, পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক জনাব মো: মহিউদ্দিন হেলাল, সাবেক যুগ্মসচিব জনাব হারুন-উজ-জামান, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ভ্রমণ ম্যাগাজিনের সম্পাদক জনাব মো: আবু সুফিয়ান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পর্যটন) ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর পরিচালক (যুগ্মসচিব) প্রশাসন ও মানব সম্পদ পরিদপ্তর জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ, ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) এর পরিচালক (অর্থ) জনাব মো: মনিরুজ্জামান মাসুম, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর ব্যবস্থাপক জনাব মো: জিয়াউল হক হাওলাদার, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহকারী পরিচালক জনাব মহিবুল ইসলাম, ট্যুরিজম ডেভেলপার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টিডাব) এর চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ হাবিব আলী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব এ.এইচ.এম গোলাম কিবরিয়া, খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার জনাব হাসনাত আমজাদ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের।

৮.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদযাপন এবং জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক মুজিববর্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ, ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে নির্মিত এনিমেটেড ভিডিও "Birth centenary of Father of the Nation" সকল সোস্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা হয় (লিংক https://youtu.be/qkkgnQX5Bgc)। ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক শোকসভা, আলোচনা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম

বোর্ডের নতুন অফিস ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃশ্য ম্যুরালসহ বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

ছবিঃ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের বঙ্গবন্ধু কর্নার

বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ক ডকুমেন্টারী Bangabandhu and Tourism Development প্রস্তুত ও প্রচার করা হয়েছে (লিংক https://drive.google.com/file/d/1kGWJaDN78rZUefZoiwEKTNTNdjePtOvB/view?usp=sharing)। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত বিভিন্ন স্যুভেনির প্রস্তুত করা হয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে'র জীবন ও কর্ম বিষয়ে ০২টি পৃথক ব্রশিউর (বাংলা ও ইংরেজিতে) মুদ্রণ করা হয়েছে।

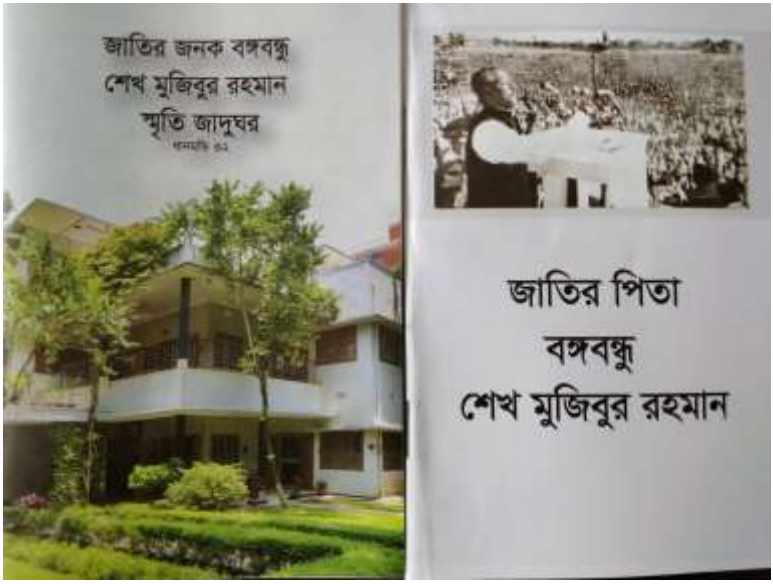

ছবিঃ ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে'র জীবন ও কর্ম বিষয়ে ব্রশিউর

এ ব্রশিউরের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ঘনিষ্ঠ আবেগঘন বিষয়ের বর্ণনা ও ছবি দেশে-বিদেশে জনমানুষের অন্তরের আরো কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ৬৪ জেলায় উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রাপ্ত রচনাসমূহ বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে বিজয়ীদের মধ্যে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য পর্যটন এলাকা বাগেরহাট, কুমিল্ল (ময়নামতি), বগুড়া (মহাস্থানগড়) ও নওগাঁ (পাহাড়পুর)-এ আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষ পালন শীর্ষক স্বতন্ত্রপেজ তৈরি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আইকনিক ছবি এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর উপর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ভিডিও ক্লিপস আপলোড করা হয়েছে।

কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক মুজিববর্ষ ও ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ০৪ মার্চ ২০২১ Beautiful Bangladesh প্লাটফর্মে কুইজ প্রতিযোগিতাটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা

হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সময়সীমা ছিল ১৪ মার্চ ২০২১। প্রতিযোগিতায় বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁর অবদান সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ২০ টি প্রশ্ন ছিল। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ৩,০০০ এর অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকৃত প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে ২৯ প্রতিযোগী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করে। লটারির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত ০৫ জন প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ছবি: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দুটি ক্যাটাগরিতে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। (গ্রুপ ক: অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির জন্য রচনার বিষয়বস্তু ছিল বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ও গ্রুপ খ: একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির রচনার বিষয়বস্তু ছিল পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন) উক্ত প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে ৪৩ জন ও খ গ্রুপে ২৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। রচনাসমূহ বাংলা অ্যাকাডেমির দুজন উপপরিচালক কর্তৃক যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্যেক পরীক্ষক প্রতিটি রচনাকে ১০০ নম্বর ধরে মুল্যায়ন করেন। উক্ত মুল্যায়নের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ফলাফল হতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত প্রতি গ্রুপের ০৫ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়।

প্রতিযোগিতার ফলাফল Beautiful Bangladesh প্লাটফর্মের ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়। চূড়ান্ত নির্বাচিত প্রতিযোগীদের নিকট পুরস্কার ও সনদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ছবি: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দুটি ক্যাটাগরিতে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন

৮.৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি বিষয়ে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশে পর্যটন সংশ্লিষ্ট পেশার ট্যুর অপারেটর, হোটেল ওয়েটার, ফুড প্রিপারেটর, হাউস কিপিং, স্মল হোটেল ও লজ ম্যানেজমেন্ট, ট্যুর গাইড, ইন্টারপ্রেটর, ট্রেকিং গাইড, দক্ষ শেফ, ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসারসহ নানা পেশায় আধাদক্ষ জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। ফলে বাংলাদেশে আগত বিদেশি পর্যটকদের প্রত্যাশিত মানের সেবা প্রদান ও তাদের সন্তুষ্টি অনেকাংশেই ব্যাহত হচ্ছে। এসকল পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করার উপযুক্ত ও মানসম্মত প্রতিষ্ঠান না থাকায় এ খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হচ্ছে না এবং দেশ বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড "ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ এ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে এই কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ সম্মতি ও নীতিগত অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন। প্রস্তাবিত এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২.৮৭ একর জমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক,

ঢাকা বরাবরে আবেদন করা হলে জেলা প্রশাসক, ঢাকা চাহিত জমি বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যে নামটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে একটি দেশ, একটি জাতি এবং একটি মানচিত্র ও লাল সবুজের পতাকা। বঙ্গবন্ধু একটি আলোকবর্তিকা, যিনি স্বপ্ন দেখতেন ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার। স্বাধীন ও সোনার বাংলা বিনির্মাণে জীবনের একটি বিরাট অংশ তিনি কারাভোগ করেছেন। অবশেষে স্বপ্নদ্রষ্টা সেই রাজনীতির মহাকবির হাত ধরেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি দেশের উপাখ্যান রচিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিনি সোনার বাংলা বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় খাতসমূহের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। স্বপ্নসারথি ও দূরদর্শী নেতৃত্ব গুণের কারণে তিনি বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্যকে বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতের উন্নয়নে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নং আদেশবলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গোড়াপত্তন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। পর্যটন শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে এটি শ্রমঘণ শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যা বিশ্বের বৃহদাকার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিকে বেগবান করতে সেদেশে আগত বিদেশী ট্যুরিস্টগণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহিঃবিশ্বে পর্যটন শিল্পের কার্যকর প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে ২০১০ সালে বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ২০১০ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে পর্যটন বিকাশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং তিঁনি ১৯৭৩ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটনের নব দিগন্তের সূচনা করেন, সেহেতু তাঁর নামে ট্যুরিজম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিযুক্ত হবে। তাই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এমপি ও সম্মানীয় সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন এর সক্রিয় উদ্যোগে "ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর নামকরণ করা হয়েছে "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Institute of Tourism and

Hospitality"। নামকরণের প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদয় অনুমতি পাওয়া গেছে।

৮.৪ টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্য ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি ও প্রশিক্ষণ

টেকসই পর্যটন উন্নয়ন ও দেশ ব্যাপী বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nation Volunteers, Bangladeshএর যৌথ উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় Volunteer for Sustainable Tourism Training আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং জাতিসংঘের অন্যতম সংগঠন United Nation Volunteer, Bangladesh এর যৌথ উদ্যোগে নয়টি জেলায় টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্য ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে 'ভলান্টিয়ার ফর সাসটেইনেবল ট্যুরিজম' শীর্ষক ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

ছবি: 'ভলান্টিয়ার ফর সাসটেইনেবল ট্যুরিজম' শীর্ষক ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ কক্সবাজার

৪০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ কক্সবাজারে একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, UN Volunteer, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দিন, কক্সবাজার জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) জনাব এস এম সরওয়ার কামাল এবং কক্সবাজার জেলা টুরিস্ট পুলিশের এসপি জনাব মো: জিল্লুর রহমান। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ ট্যুরিজম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করবেন।

দিনাজপুর

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ দিনাজপুরে ৪০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মো: সানিউল ফেরদৌস, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, UN Volunteer, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দিন।

খুলনা

২৮ জুন ২০২০ তারিখ খুলনায় ৪০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ, পরিচালক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, UN Volunteer, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দিন এবং খুলনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন হাসান।

রাজশাহী

২৯ জুন ২০২০ তারিখ রাজশাহীতে ৪০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনলাইন প্লাট ফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন, UNDP Bangladesh এর Deputy Resident Representative Ms Van Nguyen এবং UN Volunteer, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দিন।

ঢাকা

৩০ জুন ২০২০ তারিখে ঢাকায় ৪০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ, পরিচালক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, UN Volunteer, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দিন।

১৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ দিনাজপুর, রাজশাহী, খুলনা, কক্সবাজার এর ১৫০ জন ভলান্টিয়ারের সমন্বয়ে অনলাইনে একটি Refresher Course আয়োজন করা হয়। ভলান্টিয়ারগণ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, United Nation Volunteers, জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে নিয়মিত যোগাযোগ

রক্ষার মাধ্যমে কিভাবে টেকসই পর্যটন উন্নয়নে কাজ করবে সে বিষয়ে তাদেরকে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এমপি। United Nation Volunteers, বাংলাদেশের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতারউদ্দীন ভলান্টিয়ারগণের কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভায় রাজশাহী, দিনাজপুর, খুলনা ও কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে দক্ষ ও যোগ্য জনগোষ্ঠি তৈরির মাধ্যমে টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড হতে নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাগিদ প্রদান করেন।

মৌলভীবাজার

২৩ নভেম্বর, ২০২০ মৌলভীবাজার জেলায় ৫০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nation Volunteers, Bangladesh এর যৌথ উদ্যোগে অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, জেলা প্রশাসক জনাব মীর নাহিদ হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব হাসান মোহাম্মদ নাছের এবং United Nation Volunteers, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মো: আকতার উদ্দীন।

পটুয়াখালী

২২ ডিসেম্বর, ২০২০ পটুয়াখালী জেলায় ৫০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nation Volunteers, Bangladesh এর যৌথ উদ্যোগে অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব জিএম শরফরাজ এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: মাহফুজুর রহমান এবং United Nation Volunteers, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দীন।

কুমিল্লা

২২ জুন, ২০২১ কুমিল্লা জেলায় ৫০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nation Volunteers, Bangladesh এর যৌথ উদ্যোগে অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং পুলিশ সুপার জনাব ফারুক আহমেদ, পিপিএম (বার) এবং United Nation Volunteers, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দীন।

চট্টগ্রাম

৩০ জুন, ২০২১ চট্টগ্রাম জেলায় ৫০ জন ভলান্টিয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nation Volunteers, Bangladesh এর যৌথ উদ্যোগে অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব আ.স.ম জামশেদ খোন্দকার এবং United Nation Volunteers, Bangladesh এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকতার উদ্দীন।

৮.৫ আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ করে। করোনা মহামারীর কারণে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত পর্যটন মেলার অনলাইন ভার্সনে স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ভারত ও চীনে অনুষ্ঠিত পর্যটন মেলায় স্টেকহোল্ডারসহ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অংশগ্রহণ করে। এ সকল মেলায় অংশগ্রহণের ফলে স্টেকহোল্ডারগণ বিজনেস টু বিজনেস সেশনে অংশগ্রহণ, কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং, ইমেইল ক্যাম্পেইনসহ নানাবিধ কার্যক্রমে যোগদানের সুযোগ তৈরি হয়।

Reconnect Program

Fair Fast Media নামক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত Reconnect Program একটি অনলাইন প্লাটফর্ম, যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল

এজেন্ট, পর্যটন সংস্থাসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বেসরকারি ২০ জন ট্যুর অপারেটরসহ এতে অংশগ্রহণ করে। এখানে পার্টনার ব্রান্ড হিসাবে মেলা আয়োজক প্রতিষ্ঠান ২০ জন কো-এক্সিবিটর, ২টি বিজ্ঞাপন, ২টি ইমেইল ক্যাম্পেইন, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন, বিভিন্ন সাইড লাইন ইভেন্ট তথা কনফারেন্স, ভিডিও প্রেজেন্টেশন ভার্চুয়াল অডিটরিয়াম, মিটিংরুম, এক্সিবিটর হলভিউ, লাইভ চ্যাট, ইনসাইড মিটিং রুমসহ বিবিধ সুবিধা প্রদান করে। প্লাটফর্মটি ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মেলার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর পরিচালক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের অংশগ্রহণ করেন। এ মেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও বেসরকারি ট্যুর অপারেটরগণ বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী ট্যুর অপারেটরদের সাথে বিজনেস টু বিজনেস সেশনে অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের কানেক্টিভিটিকে আরো সুদৃঢ় করার সুযোগ পেয়েছে।

ছবি: অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ

PATA Travel Mart (PTM)

Pacific Asia Travel Association (PATA) পর্যটন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Pacific Asia Travel Association (PATA) র পূর্ণ সদস্য। প্রতি বছর সংগঠনটি সদস্য রাষ্ট্র, ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেলিয়ারসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে PATA Travel Mart (PTM) মেলা আয়োজন করে। এ বছর মেলাটি চীনে অনুষ্ঠিত হবার পরিকল্পনা ছিল। তবে করোনা মহামারীর কারণে মেলাটি ভার্চুয়াল ভার্সনে ২৩-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অংশগ্রহণ করে। ভার্চুয়াল বুথ ডিজাইনে কক্সবাজার, সুন্দরবন, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম এর ব্র্যান্ডিং করা হয়। এ ছাড়াও পর্যটন বিষয়ক ভিডিও এবং ডকুমেন্টারি উপস্থাপন

করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিষয়ক ৩০ মিনিটের একটি ভিডিও প্রেজেন্টেশন উপস্থাপিত হয়। ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর অংশগ্রহণ কৃত বিভিন্ন দেশের ট্যুর অপারেটরদের সাথে ভার্চুয়াল চ্যাট, মিটিং এ অংশগ্রহণ করা হয়। এ আয়োজনের মাধ্যমে কান্ট্রি টু কান্ট্রি পর্যায়ে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণের প্রচার ও কানেক্টিভিটি সুদৃঢ় হয়েছে।

SATTE Genx

০৫-০৬ অক্টোবর, ২০২০ ভারতে SATTE Genx নামক ভার্চুয়াল পর্যটন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ১০ টি বেসরকারি ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এ ভার্চুয়াল মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১১ টি ভার্চুয়াল বুথ সরবরাহ করে। ভার্চুয়াল বুথে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজনিজ প্যাকেজ, অফার, প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়াল সংযুক্ত করেন। এ ছাড়াও বুথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও ভার্চুয়াল মিটিং এর জন্য চ্যাট বক্স ও কলকাউন্টার ছিল। যার মাধ্যমে ট্যুর অপারেটরগণ মেলায় বিভিন্ন দেশ হতে আগত ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেলিয়ার, দর্শনার্থীদের সাথে বিটুবি সেশন করতে সক্ষম হয় যা তাদের কানেক্টিভিটিকে সুদৃঢ় করে। ০৫ অক্টোবর, ২০২০ Outbound Travel: Reinventing Strategy শীর্ষক একটি প্যানেল ডিসকাশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন। প্যানেলে ডিসকাশন সেশনে সৌদি ট্যুরিজম অথরিটি, মালদ্বীপ মার্কেটিং অ্যান্ড পাবলিকরিলেশন কর্পোরেশন, মরিশাস ট্যুরিজম প্রমোশন অথরিটি এবং ট্যুরিজম অথরিটি অব থাইল্যান্ড এর নয়াদিল্লী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্যানেল ডিসকাশন সেশনে করোনা পরবর্তী সময়ে Outbound travel এর রূপরেখা কি হবে এ বিষয়ে প্যানেলিস্টগণ আলোচনা করেন। এ ছাড়াও ০৫ অক্টোবর, ২০২০ Destination Briefing Session অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার নানা দিক উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান।

ছবিঃ অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ

৮.৬ হাওর পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম

হাওর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভিত্তিক অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। বাংলাদেশের হাওরাঞ্চলের সাগরসদৃশ বিস্তীর্ণ জলরাশি এক অপরূপ সৌন্দর্যের আধার। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এ সাতটি জেলার ৭ লাখ ৮৪ হাজার হেক্টর জলাভূমিতে ৪২৩টি হাওর নিয়ে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২৪ হাজার বর্গকিলোমিটার। এই বিশাল অঞ্চলে পর্যটনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। হাওর ভিত্তিক পর্যটন বিকশিত হলে বর্ষায় অলস বসে থাকা ভাটি অঞ্চলের মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ও হাওর অঞ্চলের পর্যটন বিকাশের জন্য সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জেলা প্রশাসক, স্থানীয় উদ্যোক্তা, প্রতিশ্রুতিশীল ট্যুর অপারেটর ও জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহিবুল হক এর সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করবে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

৮.৭ মাইস ট্যুরিজম উৎসাহিতকরণ

করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্য MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) Tourism উৎসাহিতকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন আয়োজনে বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে আকৃষ্ট করার জন্য হোটেল, মোটেল, কনভেনশন হল, বিমান ইত্যাদিও ভাড়ার ক্ষেত্রে মূল্যছাড়ের ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা জানিয়ে বহিঃবিশ্বে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড।

৮.৮ কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম (সিবিটি) উন্নয়ন

একটি এলাকার বসবাসকৃত মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদেরকে কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজমে কাজে লাগানো হয়। বাংলাদেশে কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজমের এর উদ্দেশ্য হবে স্থানীয় ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ করা। দেশীয় ও লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের দেশীয় নিজস্বতাকে তুলে ধরা। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পর্যটন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক নেত্রকোণার বিরিশিরি, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম (সিবিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ছবিঃ কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম (সিবিটি) প্রশিক্ষণ

বান্দরবান

০৯-১০ অক্টোবর, ২০২০ বান্দরবানের থানছি উপজেলায় ২৫ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে কমিনিউটি বেইজড ট্যুরিজম প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসাবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার এবং উপজেলা প্রশাসন হতে মনোনীত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের কমিনিউটি বেইজড ট্যুরিজম বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

দিনাজপুর

০৬-০৭ নভেম্বর, ২০২০ দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলায় ৩০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে কমিনিউটি বেইজডট্যুরিজম প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসাবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার এবং উপজেলা প্রশাসন হতে মনোনীত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের কমিনিউটি বেইজড ট্যুরিজম বিষয়ে অবহিত করা হয়।

মৌলভীবাজার

১৩-১৪ নভেম্বর, ২০২০ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় ৪৫ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে কমিনিউটি বেইজড প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসাবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার এবং উপজেলা প্রশাসন হতে মনোনীত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনব্যাপী আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের কমিনিউটি বেইজ্ড ট্যুরিজম বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

৮.৯ ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেল

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন এবং পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে করার লক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় জেলা পর্যায়ে ট্যুরিজম সেল গঠনের উদ্যোগ করে। এ উদ্যোগের আওতায় সকল জেলা প্রশাসনের ওয়েব পোর্টাল এ পর্যটন বিষয়ক সেবাবক্সে ট্যুরিজম সেল নামক একটি মেনু যোগ করা হবে যা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন সেবা ও তথ্য ট্যুরিজম সেল হতে গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত ট্যুরিজম সেল এ জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল এড্রেস প্রদানের মাধ্যমে উক্ত কর্মকর্তাকে জেলা পর্যায়ে ট্যুরিজম বিষয়ক ফোকাল পার্সনের দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ লক্ষ্যে গত ০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে উল্লিখিত বিষয়াদি বর্ণনাপূর্বক পত্র প্রেরণ করে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে জেলা পর্যায়ে ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেল গঠনের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ সকল জেলা প্রশাসককে ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেল চালু করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। জেলা প্রশাসন হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেল চালু করছে এবং উক্ত সেলে একজন সহকারী কমিশনার থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করছে।

ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেলে নিয়োজিত ফোকাল পার্সনগন মুলত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত আগ্রাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদামাফিক প্রদান করবে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার যেমন ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুরিজম ভলন্টিয়ার, হোটেলিয়ার, রিসোর্ট, ট্রান্সপোর্ট, বিনোদন পার্ক প্রত্নতত্ব নিদর্শনসহ অন্যন্যদের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশব্যাপী ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম সেলে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের আওতায় ৮ টি জেলার সমন্বয়ে প্রতিটি ব্যাচে মোট ৫০ জন কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে সর্বমোট ০৮ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। মুলত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যটন বিষয়ক ফোকাল পার্সনদের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের ধরণ তুলে ধরা হবে।

৮.১০ পর্যটন খাতের উপখাত

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ খাত পর্যটন শিল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তা বিশেষভাবে পর্যটন শিল্প উদ্যোক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণ প্রাপ্তির জন্য ২৪টি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করেছে যার মধ্যে ৫ম অগ্রাধিকার খাত পর্যটন। কিন্তু পর্যটন সংশ্লিষ্ট উপখাতগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত না হওয়ায় উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজে পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এ জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্নিং বডির ৪৮তম সভায় পর্যটন উপখাত চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ড. মো: বদরুজ্জামান ভূইয়া, চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সভাপতি করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন জনাব এস এম সাহাদাত হোসাইন তসলিম, সদস্য, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেলস এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব) এবং সভাপতি হজ্জ এজেন্টস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), জনাব মো: রাফেউজ্জামান, সভাপতি ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব), জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ট্রিয়াব) এবং জনাব মনোয়োরা হাকিম আলী, পরিচালক ও প্রাক্তন ফাস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)। উক্ত কমিটি পর্যটনের নিম্নোক্ত উপখাতসমূহ চিহ্নিত করেছে:

১. ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট অ্যান্ড ট্যুর গাইড সেক্টর;
২. লজিং (আবাসন) ইন্ডাস্ট্রি;
৩. ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি, ট্যুরিজম ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ডাস্ট্রি
৪. ট্যুরিজম এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি
৫. ট্যুরিজম এডুকেশন সেক্টর
৬. ট্যুরিজম মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন
৭. ব্লু ইকোনমি সেক্টর
৮. রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রি
৯. কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম
১০. ট্যুরিজম স্কলার এবং রিসার্স সেক্টর
১১. বিবিধ

পর্যটন খাত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সে লক্ষ্যে বর্ণিত পর্যটন খাতের উপখাতগুলো উল্লেখ করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১৭ জুন ২০২১ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) এর সভাপতিত্বে পর্যটনের উপখাত নির্ধারণ সম্পর্কিত সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটন শিল্পের স্টেহোল্ডার সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দের সাথে সভা করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে পর্যটন শিল্পের নিম্নবর্ণিত উপখাত নির্ধারণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

প্রস্তাবিত ০৫ টি উপখাত

১. পর্যটন আবাসন, ২. পর্যটন পরিবহণ, ৩. খাদ্য ও পানীয়, ৪. পর্যটন কর্মকান্ড, ৫. পর্যটন সেবা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা

১। পর্যটন আবাসনঃ
১.১ হোটেল, ১.২ মোটেল, ১.৩ মটর হোটেল, ১.৪ রিসোর্ট, ১.৫ বোট হাউস/বোটেল, ১.৬ গেস্ট হাউজ, ১.৭ ব্রেড এন্ড ব্রেকফাস্ট, ১.৮ ক্যাম্পিং (তাবু), ১.৯ হোস্টেল, ১.১০ সার্ভিস এপার্টমেন্ট, ১.১১ কটেজ, ১.১২ বাংলো, ১.১৩ টাইম শেয়ারিং, এ্যাকোমডেশন/কনডোমেনিয়াম, ১.১৪ ক্রুজ, ১.১৫ ফার্ম হাউজ, ১.১৬ হোমস্টে, ১.১৭ ট্রি হাউজ।

২। পর্যটন পরিবহনঃ
২.১ সড়কযান, ২.২ জলযান, ২.৩ রেলযান, ২.৪ আকাশযান।

৩। খাদ্য ও পানীয়ঃ
৩.১ রেস্টুরেন্ট, ৩.২ বার/পাব, ৩.৩ নাইট ক্লাব, ৩.৪ ফাস্টফুড, ৩.৫ মিলসন্স উইলস/ফুড ট্রাক/ ফুড কার্ট, ৩.৬ টেকওয়েস, ৩.৭ ফুড ব্রেন্ডিং, ৩.৮ ব্যাংওয়েট, ৩.৯ রটিসরি, ৩.১০ বিস্ট্রো, ৩.১১ ক্যাটারিং সেবা, ৩.১২ বেকারিও প্যাস্ট্রিশপ, ৩.১৩ ফুড কোর্ট, ৩.১৪ কফিশপ ও জুসবার, ৩.১৫ স্ট্রিট ফুড।

৪। পর্যটন কর্মকান্ডঃ
৪.১ এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ৪.২ থিম পার্ক, ৪.৩ শিশু পার্ক, ৪.৪ স্পোর্টস পার্ক, ৪.৫ সাফারি পার্ক, ৪.৬ বাটার ফ্লাইপার্ক, ৪.৭ হেরিটেজ পার্ক, ৪.৮ ওয়াটার পার্ক, ৪.৯ পাখিশালা, ৪.১০ আর্টিফিশিয়াল আইসপার্ক, ৪.১১ ইনডোর পার্ক
শিক্ষা, ও বিনোদন: ৪.১২ সিনেমা ও থিয়েটার হল, ৪.১৩ নাট্য কেন্দ্র, ৪.১৪ নৃত্য কেন্দ্র, ৪.১৫ আর্ট গ্যালারি, ৪.১৬ জাদুঘর, ৪.১৭ চিড়িয়াখানা, ৪.১৮ হাইকিং, ৪.১৯ বেলুনিং, ৪.২০ এ্যাংলিং, ৪.২১ কাইটিং, ৪.২২ বোটিং, ৪.২৩ রাফটিং, ৪.২৪ ইনডোর গলফিং,

৪.২৫ সার্ফিং, ৪.২৬ জেটস্কী, ৪.২৭ এ্যাকুরিয়াম, ৪.২৮ ট্র্যাকিং, ৪.২৯ ক্যাসিনো, ৪.৩০ কান্ট্রিক্লাব, ৪.৩১ গলফিং, ৪.৩২ প্যারাসেলিং, ৪.৩৩ প্যারাগ্লাইডিং, ৪.৩৪ স্কাইডাইভিং, ৪.৩৫ কায়াকিং, ৪.৩৬ রোপওয়ে, ৪.৩৭ স্কুবাডাইভিং, ৪.৩৮ স্নোরক্যালিং, ৪.৩৯ ডকুমেন্টারি ফিল্ম।

৫। পর্যটন সেবা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাঃ

৫.১ ট্যুর অপারেটর, ৫.২ ট্রাভেল এজেন্ট, ৫.৩ হজ্জ এজেন্ট, ৫.৪ সিবিটি উন্নয়ন কমিউনিটি, ৫.৫ পর্যটন প্রকাশনা, ৫.৬ নৌকা বাইচ আয়োজক প্রতিষ্ঠান, ৫.৭ হস্তশিল্পসহ যে কোন স্যুভেনির প্রস্তুতকারী ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান, ৫.৮ ট্যুরিজম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান

৮.১১ আঞ্চলিক পর্যটন উন্নয়নে ই-ভিসা

করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্য আঞ্চলিক পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত, চীন, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও তাইওয়ানের জাতীয় পর্যটন সংস্থাসমূহ এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংযোগ স্থাপন এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য আঞ্চলিক পর্যটনসহ সার্বিক ইন-বাউন্ড পর্যটনের অভীষ্ট বাজার দেশসমূহের জন্য দ্রুত ই-ভিসা এবং অন-এরাইভাল ভিসা চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কাজ করছে।

৮.১২ পর্যটন এলাকার ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ

বাংলাদেশে ইকো ট্যুরিজমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং তাকে টেকসই করার লক্ষ্যে বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভিত্তিক ইকো-ট্যুরিজমের উল্লেখ্যযোগ্য পর্যটন আকর্ষণসমূহের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ধারণক্ষমতা (Carrying capacity) নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৮.১৩ কোভিড-১৯ চলাকালে অনুসরণীয় নির্দেশিকা

কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশের আউটবাউন্ড, ইনবাউন্ড এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটন মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। ক্ষতির সম্মুখীন হন পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট

সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। গভীর অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত হয় পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ কর্মী এবং এদের উপর নির্ভরশীল কমপক্ষে দেড় কোটি মানুষ।

ছবঃ কোভিড-১৯ চলাকালে অনুসরণায় নির্দেশিকা

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন কেন্দ্রসমূহ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য UNWTO এবং WHO এর গাইডলাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ১২ দফা স্বাস্থ্যবিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ এবং পর্যটন অংশীজন ও বেসরকারি পর্যটন এসোসিয়েশনসমূহের মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্দেশিকার কপি সকল জেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

এ নির্দেশিকা প্রতিপালনের বিষয়ে থিম পার্ক, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার পার্ক, পারিবারিক বিনোদন পার্ক, জাদুঘর, বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং বিনোদনকেন্দ্রে পর্যটক ও ভিজিটরদের সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৯০ জন সেবাকর্মী অংশ গ্রহণ করেন। একইভাবে, 'কোভিড-১৯ চলাকালে পর্যটক ও পর্যটন খাতের জন্য অনুসরনীয় নির্দেশিকা' প্রতিপালনের বিষয়ে ট্যুরিস্ট পুলিশের করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৩০০ জন ট্যুরিস্ট পুলিশ অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও, 'কভিড-১৯ চলাকালে পর্যটক ও পর্যটন খাতের জন্য অনুসরনীয় নির্দেশিকা'

প্রতিপালনের বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহে দায়িত্বরত সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহে দায়িত্বরত সেবা প্রদানকারী ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

৮.১৪ পর্যটন প্রচার ও বিপণন

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এর বিভিন্ন ধরণের ব্রশিউর, ট্যুরিস্ট ম্যাপ, ট্যুরিস্ট হ্যান্ডবুক, ইভেন্ট ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করেছে। এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণকে দেশে বিদেশে প্রচারের জন্য বিভিন্ন জেলা প্রশাসন, তারকামানের হোটেল, বাংলাদেশ বিমান এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

ছবিঃ ব্রশিউর, ট্যুরিস্ট ম্যাপ, ট্যুরিস্ট হ্যান্ডবুক, ইভেন্ট ক্যালেন্ডার

২০২০-২১ অর্থ বছরে ২০টি জেলার পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে ব্রশিউর প্রণয়ন করা হয়েছে, তা হল- মানিকগঞ্জ, ফেনী, মৌলভীবাজার, পিরোজপুর, ময়মনসিং, ভোলা, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, মাদারীপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, বরগুনা, পঞ্চগড়, যশোর, নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, সাতক্ষীরা ও শরীয়তপুর।

ভিডিও, ডকুমেন্টরী ও টেলিভিশন কমার্শিয়াল নির্মাণঃ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পর্যটন শিল্পে Standard operating procedure (SOP) অনুসরণ বিষয়ক, বিদেশী পর্যটকদেরকে বাংলাদেশে ভ্রমণে উৎসাহিত করতে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উৎযাপন উপলক্ষ্যে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উৎযাপন উপলক্ষ্যে মোট ৬টি Television Commercial (TVC) প্রস্তুত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে উপস্থাপনের জন্য Festivals of Bangladesh ও Rural Life of Bangladesh শিরোনামে আরও দুইটি Documentary নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে যে সকল ডকুমেন্টরী প্রস্তুত ও প্রচার করা হয়েছে তা হল-

১. Reviving Happiness,
২. The Golden Jubilee of Independence,
৩. Happy birthday to father of our nation,
৪. The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,
৫. May the world get well soon,
৬. Coronavirus disease (COVID-19) – Awareness

পর্যটন প্রচারে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত

সোসাল মিডিয়া মার্কেটিং এর জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট যেমন ফটো, অডিও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট, ৩৬০ ডিগ্রী ফটো ও ভিডিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ ৩০ সেকেন্ড থেকে ১.৩০ মিনিট ব্যপ্তি ৭০০ টি অডিও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট, ৫০০ টি স্থির চিত্র ও ৩৬০ ডিগ্রি ফটো ভিডিও, ১৫০ টি এনিমেশন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। Audio visual content (OVC) নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হতে ১০০ টি ভিডিও এবং ৫০টি ছবি গ্রহণ করা হয়েছে যা পর্যটনের প্রচারের লক্ষ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া, রংপুর ও রাজশাহী জোনে OVC এর শুটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মোবাইল এপ্লিকেশন

Beautiful Bangladesh নামে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর Android ও iOS ভার্সনে একটি এপ্লিকেশন রয়েছে। উক্ত এপ্লিকেশনে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ যেমন হেরিটেজ, আর্কেওলোজি, কালচার ও ফেস্টিবাল, সী বীচ ইত্যাদির তথ্য ও ছবিসহ বিশদ বর্ণনা

রয়েছে। এছাড়া কিভাবে এসব স্থানে ভ্রমণ করা যাবে সে বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে Bangladesh Travel Guide নামে অপর একটি এপ্লিকেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত এপ্লিকেশনে জোনভিত্তিক হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, ট্রান্সপোর্ট, শপিং মল, ট্যুর অপারেটর সহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের হালনাগাদ তথ্য আপলোড করা হবে।

৮.১৫ ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দীর্ঘদিন থেকে দেশের ট্যুরিজমকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে 'বিউটিফুল বাংলাদেশ' নামক ক্যাম্পেইন করে আসছে, তবে ডিজিটাল মিডিয়ায় এই ক্যাম্পেইন নিয়মিতভাবে শুরু হয় ২০১৯ সালের মে মাসে। এই ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে প্রধান সবকটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি এবং ভিডিওর মাধ্যমে দেশের ট্যুরিজমকে প্রোমোট করা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের ট্যুরিজম নিয়ে ইংরেজিতে ট্রাভেল ব্লগ প্রকাশ করা, অ্যানিমেশন ভিডিও নির্মাণ করা, ট্রাভেল শো নির্মাণ করা সহ বিভিন্ন বিশেষ দিবসে বিশেষ পোস্ট শেয়ার করার মাধ্যমে ফলোয়ারদেকে সার্বক্ষণিক সংযুক্ত রাখা হয়। প্রায় ১৮ মাস ধরে প্রধান প্রধান সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বিউটিফুল বাংলাদেশ' নামক ক্যাম্পেইন চলছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে:

ট্রাভেল শো: বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যারা নিয়মিত ভ্রমণ করেন তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নির্মাণ করেছে ট্রাভেল শো "Let's Expolre Beautiful Bangladesh". এই ট্রাভেল শোতে অংশ নেওয়া ট্রাভেলারদের মধ্যে রয়েছে বাইকার, সাইক্লিস্ট, হিল ট্রেকার, আর্কিওলজিস্ট, অ্যাডভেঞ্চার, টুরিস্ট সহ আরও অনেকে।

বাংলাদেশের খাদ্য Food week: দেশের প্রতিটি বিভাগের ব্যতিক্রমী ও ঐতিহ্যবাহী খাবার নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়োজন করে Food week এ সময়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে শেয়ার করা হয় সকল বিভাগের জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী কিছু খাবার।

বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব: বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক সপ্তাহ আয়োজনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত: কক্সবাজার এবং বাংলাদেশের দক্ষিণের গুলিয়া খালি সমুদ্র সৈকত, কটকা সমুদ্র সৈকত, মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতের ছবি ও এনিমেশন ভিডিওর

মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজন করে সমুদ্র সৈকত সপ্তাহ। সবকটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি এবং এনিমেশন ভিডিও শেয়ার করা হয়।

বাংলাদেশের নদী: বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো এবং পাহাড়ি নদীগুলো নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজন করেছিলো River Week. গপ্তাহ জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বাংলাদেশের নদীগুলোর ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা হয় এবং পাশাপাশি জেলেদের মৎস্য আহরণের ছবি শেয়ার করা হয়।

বাংলাদেশের পাহাড়: দেশের সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়াগুলো নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজন করে Hills Week, পুরো সপ্তাহ জুড়ে এই আয়োজনে চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা হয়।

কোভিড-১৯ সচেতনতা: পৃথিবীর এই সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসীকে সচেতন করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে সচেতনতামূলক একটি এনিমেশন ভিডিও নির্মাণ করা হয় এবং তা সবকটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়।

বিশেষ দিবসের পোস্ট: ঈদ, পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন, বাংলা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস সহ সকল বিশেষ দিবসে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে বিশেষ পোস্ট ও এনিমেশন ভিডিও নির্মাণ করা হয় এবং সকল সোশ্যাল মিডিয়ায় তা শেয়ার করা হয়।

ফেইসবুক: ফেইসবুক পেজে বর্তমান লাইক সংখ্যা ১৬৩,২৪৬ এবং ফলোয়ার সংখ্যা ১৬৪,২৬৯। ছবি পোষ্ট করা হয়েছে ৩৮৩ এবং ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে ৪৪টি। ছবি ও ভিডিও মিলিয়ে পোস্টগুলো বিস্তৃত হয়েছে ২০ লক্ষ বারের বেশি এবং ভিডিও দেখা হয়েছে ১৩ লক্ষ বারের বেশি।

ইউটিউব: ইউটিউব চ্যানেলে বর্তমানে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৮৭৩০। ছবি পোস্ট করা হয়েছে ১৯০টি এবং ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে ১২৪টি। ভিডিও দেখা হয়েছে ১৬ লক্ষ বারের বেশি।

ইনস্টাগ্রাম: ইনস্ট্রাগ্রামের বর্তমান ফলোয়ার সংখ্যা ৪,১৭১ এবং ভিডিও ও ছবি মিলিয়ে পোস্ট করা হয়েছে ৩২৬টি।
লিংকড-ইন: লিংকড-ইন এ বর্তমান ফলোয়ার সংখ্যা ৪৬২ এবং ভিডিও ছবি মিলিয়ে পোস্ট করা হয়েছে ৩২৬টি।

টুইটার: টুইটার একাউন্টে ভিডিও ও ছবি মিলিয়ে পোস্ট করা হয়েছে ৩১৪টি। আপনিও আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিজিট করতে ও লাইক দিতে পারেন। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার এড্রেস হচ্ছে:

ইবধঁঃরভঁন ইধহমষধফবংয ঝড়পরধষ গবফরধ চষধঃভড়ৎস ঝরঃব		
Facebook	www.facebook.com/BeautifulBangladeshTravel	
Twitter	www.twitter.com/Beautifulbd365	
Instagram	www.instagram.com/beautifulbangladeshofficial	
LinkedIn	www.linkedin.com/company/beautifulbangladesh	
Youtube	www.youtube.com/BeautifulBangladeshOfficial	

৮.১৬ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের ট্যুরিজমকে সারা বিশ্বের ভ্রমণপিপাসু মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় "বিউটিফুল বাংলাদেশ" ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রচারণা করে আসছে। এর অংশ হিসাবে প্রতিটি বিশেষ দিবসে থাকে বিশেষ আয়োজন।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের সকল শহিদকে স্মরণ করতে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগণিত স্মৃতিস্তম্ভ। সে সকল স্মৃতিস্তম্ভ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস "বিউটিফুল বাংলাদেশ" এর সোশ্যাল মিডিয়া পেইজগুলোতে ব্লগের আকারে ডিসেম্বর জুড়ে পোস্ট করা হয়। এ ছাড়া স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরার জন্য বিশেষ পোস্ট প্রদান করা হয়।

০১ ডিসেম্বর: মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজবপনের ইতিহাস সেই সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ২১ ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি লাভের বিষয়ে সচিত্র ব্লগ তৈরি করা হয়। এর পরের

দিন সেই পরিক্রমায় ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিময় আসাদগেট এবং এই আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

এরপর একে একে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপ-০৭ মার্চের এর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের স্মৃতিবিজড়িত সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যান ও স্বাধীনতা টাওয়ার, মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকার মেমোরিয়াল, রায়ের বাজার বধ্যভুমি, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু ম্যুরালসহ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত সকল ট্যুরিস্ট আকর্ষণ নিয়ে দারুণ সব তথ্যবহুল সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি ট্যুরিস্টদের দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিময় সকল স্থান ও তার ইতিহাসের ব্যাপারে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Journey to Independence শীর্ষক একটি অ্যানিমেটেড ভিডিও প্রকাশ করা হয়। এ ভিডিওতে বাংলাদেশের বিজয় দিবসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী মিউজিয়াম, ভাস্কর্য, ম্যুরাল এবং সংশ্লিষ্ট ইতিহাসকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়।

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০০০ সাল হতে সারা বিশ্বব্যাপী ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Beautiful Bangladesh নামক পাঁচটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা আয়োজন করে যা এর ব্যবহারকারীদের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে। ভাষার মাস জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়াসাইটে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের কনটেন্ট, ফটো ও ভিডিও প্রচার করা হয়:

- ✓ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
- ✓ বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- ✓ বাংলা সাহিত্যের দিকপাল বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম
- ✓ বাংলা সিনেমার ইতিহাস
- ✓ অমর একুশে বইমেলা
- ✓ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম
- ✓ ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারীদের জীবনী
- ✓ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম স্মৃতিস্তম্ভের ইতিহাস
- ✓ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা

- ✓ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ
- ✓ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কেন্দ্রিক পোস্টার
- ✓ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর ১ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড দৈর্ঘের অ্যানিমেটেড ভিডিও
- ✓ ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ইতিহাস ও স্মৃতিস্তম্ভ
- ✓ অমর একুশে কেন্দ্রিক প্রকাশিত বিভিন্ন স্ট্যাম্প
- ✓ বাংলা ভাষা সিয়েরা লিয়নের দ্বিতীয় প্রধান মাতৃভাষা
- ✓ বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ও অবস্থান
- ✓ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক বিভিন্ন গান

ছবিঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার

এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা শহীদ মিনারের ছবি নিয়ে ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও মুজিববর্ষ পালন

২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষ পালিত হচ্ছে। মুজিববর্ষ ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পাঁচটি সোশ্যাল মিডিয়ায় Beautiful Bangladesh নামে নানা আয়োজন করা হয় যা এর ব্যবহারকারীদের বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সংগ্রামের অগ্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে। মাস জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে বিভিন্ন বিষয়ের কনটেন্ট, ফটো ও ভিডিও প্রচার করা হয়।

বিভিন্ন দিবস পালন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন দিবস ও উৎসবকেন্দ্রিক নানা আয়োজন করে থাকে। এসকল দিবসে ও উৎসবে বিশেষ ভিডিও, কনটেন্ট ও পোস্টার ফটো পাঁচটি সোশ্যাল মিডিয়ায় Beautiful Bangladesh নামে পোস্ট করা হয়ে থাকে। এসকল পোস্ট দিবস ও উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরে। বিগত তিন মাসে নিম্নবর্ণিত দিবস ও উৎসবসমূহকে কেন্দ্র করে নানা আয়োজন করা হয়ে থাকে।

- ✓ ইংরেজি নববর্ষের পোস্টার
- ✓ ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস
- ✓ সাকরাইন উৎসব
- ✓ দোলযাত্রা উৎসব
- ✓ তাজিয়া মিছিল
- ✓ ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কেন্দ্রিক ভিডিও ও পোস্টার
- ✓ বসন্ত উৎসব
- ✓ ১৪ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন দিবস
- ✓ স্বরস্বতী পূজা
- ✓ ২ মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস
- ✓ ৩ মার্চ বিশ্ব বন্য প্রাণী দিবস
- ✓ ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণকেন্দ্রিক ভিডিও
- ✓ ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস
- ✓ ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও শিশু দিবস কেন্দ্রিক ভিডিও
- ✓ ২১ মার্চ বিশ্ব বন দিবস কেন্দ্রিক ভিডিও

- ✓ ২২ মার্চ আন্তর্জাতিক পানি দিবস কেন্দ্রিক ভিডিও
- ✓ ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী কেন্দ্রিক ভিডিও

ছবিঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার

৮.১৭ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি আয়োজন

৩০ মে ২০২১ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক অনলাইনে জুমের মাধ্যমে গণশুনানি গ্রহণ করা হয়। উক্ত গণশুনানিতে অনলাইনে উপস্থিত স্টেকহোল্ডারগণ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নিকটি তাদের অভিযোগ /প্রত্যাশা বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। এর আগে ১১ নভেম্বর ২০২০ ও ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর পরিচালক (বিপণন, পরিকল্পনা ও জনসংযোগ), জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের কর্তৃক সরাসরি / টেলিফোন/ মোবাইল/ ইমেইলের মাধ্যমে গণশুনানি আহ্বান করা হয়। কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

৮.১৮ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ও প্রাপ্তি

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি সেবা প্রদানের শুদ্ধাচার চর্চায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ।

জনাব জাবেদ আহমেদ ২০২০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগদান করেন। তিনি অতিরিক্ত সচিবের পদে অধিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন সদস্য। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে যোগদানের আগে তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ছিলেন। জনাব জাবেদ আহমেদ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করার অব্যবহিত পরে সংস্থার কার্যক্রমের বহুমুখিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। যোগদানের পর পরই তিনি সংস্থার কাজে কৌশলগত পরিবর্তন আনেন। অধিনস্থ সহকর্মীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও একই সাথে ত্বরিত নির্দেশনা প্রদানের সক্ষমতার ফলে সংস্থার কাজের পরিবেশ স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক, সময়াবদ্ধ এবং সমষ্টিগত হয়েছে। সংস্থার বাহিরে কার্যকর জনসংযোগের ফলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধান যেমন, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় ; চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ; ডিআইজি, ট্যুরিষ্ট পুলিশ মহোদয়গণ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশে পারস্পারিক সহযোগিতার বিষয়ে মতবিনিময় করেন। অধিকিন্তু, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনে বিভিন্ন পদে নতুন পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বহি:বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের বিষয়ে কার্যকর অবদান রাখার জন্য ১ম বারের মত ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। সাবলীলতা, বিনয় ও ব্যক্তিত্বগুণের কারণে বেসরকারি অংশীজনদের নিকট

তাঁর অতুলনীয় জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে কোভিড-১৯ জনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করাসহ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৯৫% এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১০০% সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জাবেদ আহমেদ এর জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের দৃশ্যমান অগ্রগতির একটি নিদর্শন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোডের কর্মকর্তা-কমচারিগণ সকলেই এজন্য গর্বিত।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হন সহকারী পরিচালক (বোর্ড ও আইন) জনাব মো: নিজাম উদ্দিন এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মো: মহিউদ্দিন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৮.১৯ এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা

কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (বিপণন, পরিকল্পনা ও জনসংযোগ) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব কাবিল মিঞা'কে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৮.২০ শুদ্ধাচার, সুশাসন ও উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়' কর্মশালা

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২২ নভেম্বর ২০২০, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ০৫ জুন ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে জুমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রাইভেট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে 'শুদ্ধাচার, সুশাসন ও উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়' বিষয়ক মোট ৪ টি কর্মশালা আয়োজন করে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। সভাপতি কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে উল্লেখ করা হয়, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় বা ন্যাশনাল ইনটিগ্রিটি স্ট্রাটেজি সকলকে আত্মস্থ করতে হবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ভিত্তিতে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, জনগণের সেবক হিসেবে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের প্রধান তিনটি অনুষঙ্গ। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব এ.এইচ.এম গোলাম কিবরিয়া, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

৮. ২১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ

২১ সেপ্টেম্বর ২০২০, ২৩ নভেম্বর ২০২০, ৩ মাচ ২০২১, ১৪ জুন ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে জুমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রাইভেট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ' বিষয়ক মোট ৪ টি কর্মশালা আয়োজন করে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। সভাপতি কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে উল্লেখ করা হয়, সকল সরকারি দপ্তরই এক বা একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সৃজিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়। দপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলিকে সামনে রেখে প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধতা থাকে। এই বিষয়টি দাপ্তরিক জবাবদিহিতার মধ্যে আনার জন্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এ আয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের বিপণন ও প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (বিপণন, পরিকল্পনা ও জনসংযোগ), জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। উপস্থিত স্টেকহোল্ডারগণ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নিকটি তাদের প্রত্যাশা বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিত হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৮.২২ বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা, বিভিন্ন ইভেন্ট, রোড শো, পরিচিতিমূলক ভ্রমণবিষয়ক কার্যক্রমসহ পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, ভিসা, আবাসন সুবিধা, সংশ্লিষ্ট দেশের মিডিয়ার মাধ্যমে দেশের পর্যটন আকর্ষণের প্রচারের বিষয়ে বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনে পদায়নকৃত কমার্শিয়াল কাউন্সেলর, লেবার কাউন্সেলরদের নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ১৯ অক্টোবর ও ০৮ নভেম্বর, ২০২০ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পর্যটন বিষয়ক দুটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

এ আয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের বিপণন ও প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ। ০৮ নভেম্বর, ২০২০ কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন।

৮.২৩ ADB BIMSTEC এর কর্মশালা

২৫ নভেম্বর, ২০২০ জুম প্লাটফর্মে ADB ও BIMSTEC এর যৌথ উদ্যোগে Leveraging Thematic Circuits Toward a BIMSTEC ২০৩০ Strategy শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে BIMSTEC Tourism Working Group এর সদস্যগণ, প্রচার ও বিপণনের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, পর্যটন বিষয়ক বেসরকারি স্টেকহোল্ডার এবং বিমসটেকের স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং প্রাইভেট ট্যুর অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ADB BIMSTEC এর পক্ষ হতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয় যেখানে কভিড ১৯ পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক ট্রেন্ড, ভিশন এবং অ্যাকশন প্লান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় সদস্য দেশসমূহ কভিড ১৯ পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতি এবং তা মোকাবিলায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ।

৮.২৪ গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন

২০১৯ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য "পর্যটন ও গ্রামীণ উন্নয়ন" এবং সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গিকার "আমার গ্রাম আমার শহর" এর উপর ভিত্তিতে দেশের ৪৩ টি উপজেলায় "গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে ভার্চুয়াল ফ্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে কর্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন কর্মী ও পর্যটন অংশীজনসহ ৮০ হতে ১০০ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামকে সমৃদ্ধ করা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে "গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন" কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করা, তাদের মাধ্যমে নতুন পর্যটন আকর্ষণ প্রস্তুত করা, উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে মোট ৬০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। উপজেলাসমূহ হলো: শ্রীমঙ্গল, দুর্গাপুর, সোনারগাঁও, মনপুরা, কমলগঞ্জ, খালিয়াজুড়ি, সাটুরিয়া, কলাপাড়া, কোম্পানীগঞ্জ, ঝিনাইগাতী, টুংগীপাড়া, নেছারাবাদ, গোয়াইনঘাট, চরফ্যাশন, রুমা, ময়মনসিংহ সদর, জৈন্তাপুর, মীরসরাই, বান্দরবান সদর, নালিতাবাড়ী, কানাইঘাট, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, কুমারখালী, তাহিরপুর, মহেশখালী, মোংলা, দাকোপ, বাহুবল, থানচি, শরণখোলা, রামপাল, চুনারুঘাট, আলিকদম, মুজিবনগর, যশোর সদর, বদলগাছী, রামগড়, শ্যামনগর, কুতুবদিয়া, পুঠিয়া, বিলাইছড়ি, সীতাকুন্ড, নবীনগর, পাটগ্রাম, কাপ্তাই, বাশঁখালী, অষ্টগ্রাম, তেতুলিয়া, হাতিয়া, মির্জাপুর, মিটামইন, নবাবগঞ্জ, কুমিল্লা সদর, নিকলী, বাগেরহাট সদর, কাহারোল, সাভার, আমতলী ও ধর্মপাশা।

পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামকেন্দ্রিক পর্যটনকে সমৃদ্ধি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে পর্যটন সম্ভাবনাময় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৬০টি উপজেলা মধ্যে ৪৩ টি উপজেলায় "গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন কর্মী ও পর্যটন অংশীজনসহ ৮০ হতে ১০০ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত এ কর্মশালায় উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, পর্যটন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, স্থানীয় সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সূচনা বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার। স্বাগত বক্তব্যে তিনি উপজেলার পর্যটন সম্ভাবনা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। আয়োজিত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (বিপণন, পরিকল্পনা ও জনসংযোগ) আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। উপস্থাপিত মুল প্রবন্ধে

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যক্রম, গ্রামীণ পর্যায়ের পর্যটনের স্বরূপ এবং কর্মশালা থেকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রত্যাশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা শেষে উপজেলা পর্যায় হতে পাঁচ জন প্যানেল আলোচক উপজেলার পর্যটন উন্নয়ন ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অতঃপর উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে উপজেলা পর্যায় হতে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার অংশগ্রহণকারীগণ মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং প্রধান অতিথি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত এ কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপপরিচালক জনাব ইসরাত জাহান কেয়া। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক যে সকল উপজেলায় কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়ছে সেগুলো হচ্ছে: শ্রীমংগল (মৌলভীবাজার), দূর্গাপুর (নেত্রকোণা), সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ), কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার), খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোণা), সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ), কলাপাড়া (পটুয়াখালী), কোম্পানীগঞ্জ (সিলেট), মনপুরা (ভোলা), নেছারাবাদ (পিরোজপুর), গোয়াইনঘাট (সিলেট), চরফ্যাশন (ভোলা), টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), সদর উপজেলা (ময়মনসিংহ), জৈন্তাপুর (সিলেট), কানাইঘাট (সিলেট), টেকনাফ (কক্সবাজার), সদর উপজেলা (কক্সবাজার), কুমারখালী (কুষ্টিয়া), তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ), মংলা (বাগেরহাট), দাকোপ (খুলনা), শরনখোলা (বাগেরহাট), নালিতাবাড়ি (শেরপুর), রামগড় (খাগড়াছড়ি), থানচি (বান্দরবান), অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ), পুটিয়া (রাজশাহী), কাহারোল (দিনাজপুর), তেতুলিয়া (পঞ্চগড়), কেশবপুর (যশোর), পাটগ্রাম (লালমনিরহাট), লৌহজং (মুন্সিগঞ্জ), সীতাকুন্ড (চট্রগ্রাম), বুড়িচং (কুমিল্লা), বাহুবল (হবিগঞ্জ), নিকলি (কিশোরগঞ্জ), শরণখোলা (বাগেরহাট), চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ), ধর্মপাশা (সুনামগঞ্জ), বানিয়াচং (হবিগঞ্জ), শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ), বদলগাছি (নওগা) ও দোহার (ঢাকা)

৮. ২৫ ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দেশে ও বিদেশে প্রচার ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। প্রচার ও বিপণনের জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর মাধ্যম। ডিজিটাল প্লাটফর্মে প্রচার ও বিপণনের জন্য ছবি ও ভিডিও ক্লিপস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কনটেন্ট। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক Solo Traveller, Travel Vlogger, Freelancer, Photographer রয়েছে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা পর্যটন আকর্ষণ ও গন্তব্যে ভ্রমণ করে থাকে। ভ্রমণকালীন ট্রাভেলরগণ বাংলাদেশের অপার ও অদেখা আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্য তাদের ক্যামেরাবন্দি করে রাখে। এছাড়াও দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে একটি প্রফেশনাল টিম নিয়ে ফুটেজ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ সেখানে Solo Traveller গণ পৌছে যায়। এসকল Solo Traveller, Freelancer

Photographer Ges Travel Vlogger দের নিকট থেকে সংগৃহীত ভিডিও ক্লিপস ও ফটো সংগ্রহ করার নিমিত্ত ৫ জানুয়ারি ২০২১ দুটি দৈনিক জাতীয় পত্রিকা ও Beautiful Bangladesh নামক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ছবি ও ভিডিও পাঠানোর সর্বশেষ সময় ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

ছবি: ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি প্রতিযোগিতা

ভিডিওগ্রাফি কম্পিটিশনে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের নিম্নবর্ণিত পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ্য, করা হয়:

এছাড়া প্রদর্শনীর জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সনদপত্র প্রদান করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ২০০০ এর অধিক ফটো ও ২০০ টির অধিক ভিডিও জমা পড়ে। জমাকৃত ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি নির্বাচনের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব), পাঠশালা সাউথ এশিয়া মিডিয়া ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জুরি বোর্ড গঠন করে জুরি বোর্ড কর্তৃক ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম পুরস্কার	১ টি	১.৫ লক্ষ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	১ টি	১.০ লক্ষ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার	১ টি	৫০ হাজার টাকা

৮.২৬ ট্যুর অপারেশন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ট্যুর অপারেটরগণের প্রশিক্ষণ, ট্যুর গাইড এবং স্ট্রিট ফুড ভেন্ডর প্রশিক্ষণ

ট্যুর অপারেটর পর্যটন শিল্পে নিয়োজিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার। ট্যুর অপারেটরগণ দেশি ও বিদেশি ট্যুরিস্টদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণের ব্যাপারে সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা, কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সিলেট, খুলনা ও শ্রীমঙ্গলের ৩৭০ জন ট্যুর অপারেটরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। উক্ত প্রশিক্ষণে ট্যুর আইটিনারি, ট্যুরিজম প্রোডাক্ট মার্কেটিং, ট্যুর অপারেশন ব্যবসা পরিচালনা, পর্যটন বিষয়ক পরিভাষা, পর্যটন নিরাপত্তা, ট্যুরিজম সাপ্লাই চেইন সহ ট্যুর অপারেশনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও ট্যুর অপারেশন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত অভিজ্ঞ ট্যুর অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

পর্যটন শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং পর্যটন খাতের মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য সিলেট, ঢাকা, বগুড়া, খুলনাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে সংযুক্ত ৩২০জন ট্যুর গাইড এবং ঢাকা, বগুড়া, খুলনা, কক্সবাজার জেলা থেকে ১২৬জন স্ট্রিট ফুড ভেন্ডর'কে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮. ২৭ ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের কর্মীদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে আগত বিদেশি পর্যটকদের পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারটি পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে Action Management Solution নামক একটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে। ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারটি ১০ জন এক্সিকিউটিভের মাধ্যমে তিন শিফটে পরিচালনা করা হবে। নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানটি আগত বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ, ট্যুরিস্ট সেবা, বিভিন্ন ধরনের ব্রশিওরসহ ট্যুরিস্টদের সহায়তা প্রদান করবে। নির্বাচিত এক্সিকিউটিভদের কার্যক্রম সুচারুরুপে পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলনকক্ষে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জাবেদ আহমেদ। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন

হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক (বিপণন, পরিকল্পনা ও জনসংযোগ) জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, সহকারী পরিচালক (বিপণন ও ব্রান্ডিং) জনাব মহিবুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম এবং হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও এর সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান তানভীর হাসান।

ছবিঃ ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারের কর্মীদের প্রশিক্ষণ

৮. ২৮ ৫০ জেলায় পর্যটন কর্মশালা আয়োজন

পর্যটন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে সম্পৃক্তকরণ এবং বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তাকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও পর্যটন কর্মীগণের সাথে মত বিনিময়ের জন্য বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় অনলাইন কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫০টি জেলায় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাসমূহে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী এম.পি. অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারের অতিরিক্ত সচিব জাবেদ আহমেদ। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালাসমূহে সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের।

কর্মশালাসমূহে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পর্যটন বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বন বিভাগের কর্মকর্তা, ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/ শিক্ষাবিদ/ শিক্ষক প্রতিনিধি, ট্যুর অপারেটর, বাস মালিক সমিতির প্রতিনিধি, হোটেল-মোটেল ও রিসোর্ট মালিক সমিতির প্রতিনিধি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, ট্রাভেল এজেন্টগণের প্রতিনিধি, চেম্বারস অব কমার্সের প্রতিনিধি, শিল্পকলা একাডেমির প্রতিনিধি, অন্যান্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। যে সকল জেলায় কর্মশালা আয়োজন করা হয় সেগুলো হচ্ছে: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঝালকাঠি, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পটুয়াখালী, নওগাঁ, শেরপুর, লক্ষ্মীপুর, রাঙ্গামাটি, মুন্সিগঞ্জ, বরগুনা, পিরোজপুর, রাজবাড়ী, নাটোর, মেহেরপুর, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, যশোর, ফেণী, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, গাইবান্ধা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালি, দিনাজপুর, মাগুরা, পাবনা, খুলনা, মাদারীপুর, নড়াইল, নরসিংদী, চুয়াডাঙ্গা, নারায়নগঞ্জ, সাতক্ষীরা, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, নিলফামারী, পঞ্চগড়, রংপুর, চাঁদপুর, লালমনিরহাট, শরিয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

৮. ২৯ পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য IPE GLOBAL LTD নামক একটি আর্ন্তজাতিক পর্যটন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ চুক্তিবদ্ধ হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার রয়েছে Howrath HTL France, Best Consulting Services Limited এবং At Earth Bangladesh Ltd. নামক তিনটি দেশি-বিদেশি কোম্পানি। গত ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ আর্ন্তজাতিক পর্যটন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের ক্রয় প্রস্তাবটি ক্রয়- সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয় এবং তা ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IPE Global limited ২৯.১১.২০২০ তারিখে পর্যটন মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের ৩টি রিপোর্টের মধ্যে Phase I: Situation Analysis of Tourism রিপোর্ট-১ দাখিল করে।

পর্যটন মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের ২নং রিপোর্টের তথ্য সংগ্রহের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সরকারী অংশীজন/সংস্থার মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, Bangladesh Services Limited (BSL), বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ, এলজিইডি, বন অধিদপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সাথে কনসালটেন্সি সভা সম্পন্ন করে। বেসরকারি পর্যটন অংশীজন/সংস্থার মধ্যে Tour Operators Association of Bangladesh, Bangladesh Inbound Tour Operator Association, Tourism Developers Association of Bangladesh, Bangladesh International Hotel Association, Bangladesh Hotel and Guest House Owners Association, Association of Travel Agents of Bangladesh, Tourist Guide Association of Bangladesh, Bangladesh Travel Writers Association, Tourism Resort Industries Association of Bangladesh, Hajj Agencies Association of Bangladesh, Bangladesh Monitor এর সাথে কনসালটেন্সি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য উপাত্ত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মার্চ ২০২১ শেষাংশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির অবনতির কারণে পূর্বনির্ধারিত অবশিষ্ট কনসালটেন্সি সভা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ের ৩নং রিপোর্টের কাজ সম্পাদনের জন্য জেলা পর্যায়ে সকল পর্যটন আকর্ষণ ভিজিট করা এবং সরকারি কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণের সাথে কনসালটেশনের সভা আয়োজনের জন্য কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। সকল জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনাকে পত্র দেয়া হয়। দেশীয় পরামর্শকগণ সমন্বয়ে গঠিত টিম ২০২১ সালের মার্চ মাসে খুলনা বিভাগের বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, নরাইল, মাগুরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় গমন করেছে এবং জেলা প্রশাসকের সহায়তায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যটন অংশীজনের সাথে সভা করে এবং পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান পরিদর্শন ও জেলা পর্যটন তথ্য চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ, পর্যটক গবেষণা, আবাসন ও রেস্টুরেন্টের তথ্য, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, পর্যটন পরিবহন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জেলা পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের পর বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে কর্মশালা আয়োজন করার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির অবনতির কারণে অন্যান্য জেলায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রথম পর্যায়ের অবশিষ্ট ২টি প্রতিবেদন প্রস্তুত ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় কাজ শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

৮. ৩০ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যক্রম

করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন যেমন:

গত ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে 3rd D-8 Senior Officials Meeting on Tourism Cooperation আয়োজিত হয়। নাইজেরিয়া কর্তৃক উক্ত ভার্চুয়াল সভাটি আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় নাইজেরিয়ার Federal Ministry of Information and Culture এর মাননীয় মন্ত্রী Lia Mohammed স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও সভায় বক্তব্য প্রদান করেন D-8 Secretary General H.E. Ambassador Dato Ku Jaafar Ku Shaari. Post COVID-19 Pandemic এ ট্যুরিজমের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। COVID-19 Pandemic পরবর্তী সময়ে ট্যুরিজমের উন্নয়নের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। D-8 Tourism Strategic Plan (D8TSP) 2020-2030 and Crescent Moon Route Initiative গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়াও পর্যটন সহযোগিতার জন্য D-8 Project Funding Program প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় বাংলাদেশের ট্রাভেল ও ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির ওপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ;

UNWTO এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পর্যটনে সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থাটির সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের দিপাক্ষিক সভা গত ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় UNWTO কর্তৃক Technical Cooperation for Recovery and Product Development and Marketing Strategy বিষয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বাংলাদেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে UNWTO কর্তৃক Policy Guideline for Regional market to enhance inbound tourism & Strategies to

attract new markets in post COVID-19 period বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়;

কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্থ পর্যটন খাতের পুন:রুদ্ধারের জন্য OIC এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা The Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) কর্তৃক COMCEC COVID Response Program Finances Projects এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত Projects এর আওতায় বিশ্বব্যাপী ৩টি ক্যাটাগরিতে (Agriculture, Trade & Tourism) প্রস্তাব আহবান করা হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ৩টি প্রস্তাব দাখিল করা হয়। বাংলাদেশ হতে দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহ হতে একটি প্রস্তাব গ্রহীত হয়।

২৫ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 16th Meeting of the COMCEC Tourism Working Group সভায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ করে;

৮ জুন ২০২১ তারিখে কোরিয়ার সেজং বিশ্ববিদ্যালয়, United Nations World Tourim Organization (UNWTO) এবং ভুটানের ট্যুরিজম কাউন্সিল এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত The Asia and the Pacific Webinar: Digitalization in Tourism শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে;

Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে নিয়ে আয়োজিত "Forum on Tourism Development in the Post-Pandemic Period" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. মল্লিক আনোয়র হোসেন অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠিত সম্মেলনটির আয়োজক দেশ কাজাকিস্থান কর্তৃক গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখে আয়োজিত এই সম্মেলনটিতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জাবেদ আহমেদ অন্যতম প্যানেলিস্ট হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন;

৩০ জুন ২০২১ তারিখে কমনওয়েলথ এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য অনুষ্ঠিত হয় Tourism and Finance Ministers Seminar. উক্ত সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল "COVID-19 and Tourism: Mapping a Way Forward for Commonwealth Small States". সেমিনারে অন্যতম বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এমপি। তিনি কোভিড-১৯ পরবর্তী নিউ নরমাল অবস্থায় পর্যটন শিল্প নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

৮. ৩১ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত

পর্যটন বিভিন্ন দেশসমূহের মাঝে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে তাই একটি দেশের উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান হস্তান্তর, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়।

ক্রম	দেশের নাম	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
১	চীন	২৯ আগস্ট ২০১০
২	কম্বোডিয়া	৫ ডিসেম্বর ২০১৭
৩	কুয়েত	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০
৪	মালয়েশিয়া	১৩ ডিসেম্বর ২০১৪
৫	ভুটান	১৩ এপ্রিল ২০১৯
৬	এরিশাস	
৭	নেপাল	২২ মার্চ ২০২১

বিভিন্ন দেশের সাথে পর্যটন বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ায় নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, পর্যটন সেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশের পর্যটন পণ্যসমূহ বহির্বিশ্বে প্রচার সহজতর হচ্ছে, পর্যটন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পর্যটন খাতের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। ফলে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসকল খাত কার্যকর অবদান রাখছে।

৮. ৩২ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য পর্যটন বিষয়ক তথ্য প্রদান

মেক্সিকোর Cancun-এ ২১-২৩ এপ্রিল ২০২০ সময়ে অনুষ্ঠিত World Travel & Tourism Council (WTTC) এর ২০তম বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপনের নিমিত্ত পর্যটন বিষয়ে টকিং পয়েন্টস প্রেরণ করা হয়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর পর্যটন প্রচার সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে "বাংলাদেশের জন্য ডেটা এবং তথ্য গ্যাপগুলি" পূরণ করার নিমিত্ত চাহিত প্রশ্ন এবং এর উত্তরসহ প্রয়োজনীয় পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ১ জুলাই ২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রস্তাব সম্পর্কিত "বিমসটেক অঞ্চলে পর্যটন বিকাশের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা" শিরোনামে সূচনা প্রতিবেদনের উপর ১২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়।

তুরস্কের আংকারায় ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে অনুষ্ঠিত COMCEC WORKING GROUP এর ১৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশে মেডিকেল ট্যুরিজম বিকাশের সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়।

ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে গত ০৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে Commonwealth Finance Ministers Meeting (CFMM) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মহোদয় অংশগ্রহণ করেন। সভার মূল আলোচ্য বিষয়- "Commonwealth Recovery Agenda; Securing Fiscal Sustainability and Driving Resilient Jobs and Growth" । উক্ত ভার্চুয়াল সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত 'COVID-19 effects on Tourism and future with Blue Green Tourism' সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ব্রীফ প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (জেইসি)- এর ১২ তম সভা ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক উক্ত সভায় স্বাক্ষরিত Agreed Minutes - এ গৃহীত পর্যটন বিষয়ক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ১৩তম সভার এজেন্ডা নির্ধারণের জন্য পর্যটন বিষয়ক ইনপুট প্রেরণ করা হয়।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক "Trafficking in Persons (TIP)-2021" প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে Child Sex Tourism সংক্রান্ত একটি Questionnaire বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Child Sex Tourism এর Development, Promotion and Identification ইত্যাদি বিষয় সমর্থন করে না। Child Sex Tourism কে নিরোৎসাহিত করে এর বিপক্ষে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর অবস্থান জানিয়ে ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মতামত প্রেরণ করা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত First Foreign Office Consultations (FOC) between Bangladesh and Indonesia সভায় বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত First Ever Foreign Office Consultations (FOC) সভায় উপস্থাপনের জন্য গত ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে পর্যটন বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রেরণ করা হয়।

অনলাইন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার তৃতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ব্যবহারের জন্য ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান করা হয়।

অনলাইন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও জাপান মধ্যকার তৃতীয় ফরেন অফিস কনসালটেশন সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ব্যবহারের জন্য ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান করা হয়।

গত ২২-২৩ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে নেপালের মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ সফর করেন। ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনার জন্য পর্যটন বিষয়ক Talking Points প্রস্তুত করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং হাংগেরীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য "Agreement on Economic Cooperation and Establishment of the Joint Commission of Economic Cooperation" খসড়া চুক্তির উপর ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে মতামত প্রদান করা হয়।

"The Roadmap for the development of trade and economic cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of Bangladesh for 2021-2024" এ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর মতামত প্রদান করা হয়। তাছাড়া ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে BR-IGC এর তৃতীয় সভায় পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ইনপুট প্রেরণ করা হয়।

২৭-২৯ এপ্রিল ২০২১ সময়ে Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)- এর ৭৭তম অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য "Building back better from crises through regional cooperation in Asia and the Pacific" এর আলোকে আলোচনার জন্য পর্যটন বিষয়ক প্রয়াজনীয় তথ্য প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ফরেন অফিস কনসালটেশনের প্রস্তুতির বিষয়ে পর্যটন সংশ্লিষ্ট ইনপুট প্রেরণ করা হয়।

ঢাকায় ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সময়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৯তম সভায় আলোচনার জন্য পর্যটন বিষয়ক ইনপুট প্রদান।

ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে আগস্ট/২০২১ সময়ে আয়োজিত বাংলাদেশ-সংযুক্ত আরব আমিরাত যৌথ কমিশন (জেসি) এর ৫ম সভায় পর্যটন বিষয়ক আলোচনার জন্য ২৭ মে ২০২১ তারিখে ইনপুটস প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ও ওমান সরকারের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (Foreign Office Consultations) ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ০৮ জুন ২০২১ তারিখে আয়োজিত হয়। ০২ জুন ২০২১ তারিখে উক্ত পরামর্শ সভায় আলোচনার নিমিত্ত পর্যটন বিষয়ক ইনপুটস প্রেরণ করা হয়।

Spanish Government এর সহায়তায় export credit finance support সংক্রান্ত বিষয়ে ০২ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের মতামত প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, Spanish Government বাংলাদেশে Flight Simulator Training Center স্থাপন এবং Pilot Training Facility বৃদ্ধির বিষয়ে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সংস্থা বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে Export Credit Finance Support এর আওতায় সহযোগিতা করার প্রস্তাব প্রেরণ করে।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে 2nd Joint Trade Committee (JTC) সভা ২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম দু'দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচলের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় যাতে করে উভয় দেশের মধ্যে Tourism Sector Develop করা যায়। ২০২১ সনে অনুষ্ঠিত 3rd Joint Trade Committee (JTC) সভায় দুই দেশের পর্যটন শিল্পকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে এ শিল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ৩ জুন ২০২১ তারিখে পর্যটন বিষয়ক ইনপুটস প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে ২৭ জুলাই ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত Inter-Ministerial Meeting on the Second Foreign Office Consultations (FOC) এ আলোচনার জন্য ২৩ জুন ২০২১ তারিখে পর্যটন বিষয়ক ইনপুট প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়।

SESRIC-এর সহায়তায় ওআইসি সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "OIC-2025: Programme of Action" এর মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা সংক্রান্ত 'Road to 2025: Gains, Challenges and Opportunities'- শীর্ষক প্রতিবেদনে ২৪ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করে মতামত প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ও কেনিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য Business Dialogue এ আলোচনার জন্য পর্যটন বিষয়ক Agenda প্রস্তুত করে ২৯ জুন ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়।

৮. ৩৩ আইনগত মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত খসড়া আইন, বিদ্যমান আইন সংশোধনকল্পে প্রণীত খসড়া আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, গাইডলাইন, রিটপিটিশনসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব ইত্যাদির উপর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বেশ কয়েকটি খসড়া আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, গাইডলাইন ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান করা হয়।এর মধ্যে উলে-খযোগ্য কয়েকটির তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১; সরকারি কর্মচারী প্রেষণ বিধিমালা, ২০২০; সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২০; সুরক্ষা সেবা বিভাগের ভিসা সংক্রান্ত পরিপত্র, ২০২০; MICE (Meeting Incentives, Conferences and Exhibitions) Association of Bangladesh প্রতিষ্ঠা; একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকপণ্য ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং ১৪৯৪১/২০১৯ এর আলোকে দেশের প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; Lactation center/feeding corner স্থাপন সংক্রান্ত Writ Petition no.১১২৬৬/২০২০ এর উপর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; এ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১; জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮; ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০২০; এর খসড়া; বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিরাপদ খাদ্য (রেস্তোরাঁ) প্রবিধানমালা, ২০২০; বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য প্রত্যাহার) প্রবিধানমালা, ২০২০; হোটেল/রেস্তোরাঁ/ক্লাব এ বার লাইসেন্স ও সকল প্রকার অফসপ এ বিলাতীমদ/ বিদেশী মদের লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা; জাতীয় সংস্কৃতি নীতি-২০০৬ এর হালনাগাদকরণ; প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত নারী উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত খসড়া; সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা-২০২০ সংক্রান্ত খসড়া; বাংলাদেশ ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইড (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০২১ এর খসড়া; বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬১ নং আইন) এর হালনাগাদকল্পে প্রণীত বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন,

২০২১; বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০২১ এর আলোকে বিধিমালা প্রস্তুতের জন্য সম্ভাব্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ; ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ নীতিমালা, ২০২১ ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান করা হয়।

৮.৩৪ এসডিজি অর্জনে পর্যটনের ভূমিকা এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মপরিকল্পনা

পর্যটন শিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প। অর্থনৈতিক বৈচিত্রতা আনয়নে ও অন্যান্য শিল্পসমূহের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পর্যটন শিল্প উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপক সফলতা বয়ে আনছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, এ শিল্পটি ১০৯টি খাতের সাথে সম্পৃক্ত। পর্যটনের সাথে উন্নয়নের নিবির সম্পর্ক রয়েছে। ভ্রমণ ও পর্যটন বিশ্বের এক বৃহত্তম অর্থনৈতিক খাত হিসাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি আনয়নে ভুমিকা রাখছে। WTTC এর হিসেব অনুযায়ী ভ্রমণ ও পর্যটন খাতের অবদান বিশ্ব জিডিপির ১০.৪% এবং এ খাতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৩১৩ মিলিয়ন (৯.৯%)।

এ শিল্পটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির একটি দ্রুততম ও ক্রমবর্ধমান খাত হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং সেই সাথে আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য স্বীকৃত হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি লক্ষ্যের মধ্যে ৮, ১২ এবং ১৪ এর তিনটি লক্ষ্য অর্জন প্রত্যক্ষভাবে এবং বাকি ১৪ টি লক্ষ্য পরোক্ষভাবে পর্যটনের উপর নির্ভরশীল। টেকসই পর্যটন অর্জনে একটি পরিষ্কার বাস্তবায়ন কাঠামোর পাশাপাশি প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং মানবসম্পদে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এসডিজি'র ৮.৯ নং লক্ষ্য (By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates job and promotes local culture and products) এবং ১২.ন নং লক্ষ্য (Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates job and promotes local culture and products) বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ৮.৯ লক্ষ্য অর্জনে ৮.৯.১ নং নির্ণায়ক নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ জিডিপিতে পর্যটনের অবদান বৃদ্ধিতে পর্যটন সরাসরি অবদান রাখবে। বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নিম্নবর্ণিতত পলিসি/ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করেছেঃ

১. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক একটি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তিনটি ফেইজে মহাপরিকল্পনাটি প্রস্তুত করবে। মহাপরিকল্পনাটিতে ২০৩০ সালের এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিনতকরণে পর্যটনের ভূমিকা ও কর্মকৌশলসহ আগামী ২৫ বছরের পর্যটন উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট রোড ম্যাপ থাকবে। কর্মপরিকল্পনাটি আগামী ২০৩০ সালে ৪ মিলিয়ন এবং ২০৪০ সালে ১০ মিলিয়ন ভিজিটর আগমণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হলে ২০৩০ সালে ১ (এক) বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০৪১ সালে ৮ (আট) বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হবে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য ২৭ টি পলিসি গাইডলাইন প্রস্তুত করছে। এসব গাইড লাইন প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে করোনা মহামারীর ক্ষয়ক্ষতি থেকে পর্যটন শিল্পকে উত্তোরণ এবং এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বলিস্ট ভুমিকা পালন করবে। চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান TEAB (Tourism Educators Association of Bangladesh) নিকট থেকে এ সংক্রান্ত ২৭ টি গাইডলাইন/নীতিমালার খসড়া কপি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে এক্সপার্ট রিভিউ প্যানেলের মাধ্যমে প্রাপ্ত খসড়াসমূহ যাচাই বাছাই হচ্ছে।

৩. সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ, উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এসডিজির কর্মসম্পাদন সূচক ৮.৯.১ অনুযায়ী মোট জিডিপিতে পর্যটনের সরাসরি অবদান এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা আবশ্যক। তাছাড়াও এসডিজির কর্মসম্পাদন সূচক ৮.৯.২ অনুযায়ী লিঙ্গভেদে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি হারসহ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এসডিজি সূচক ৮.৯.২ অর্জনে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট নয়। ২০৩০ সাল নাগাদ কর্মসংস্থানের কি পরিমান সুযোগ হবে? পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের টার্গেট কত হবে, কিভাবে তা অর্জিত হবে, বর্তমানে পর্যটন শিল্পের মানব উন্নয়নের অবস্থা কি? মানব উন্নয়ন কৌশল কি হবে? কর্মসংস্থানের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ের কৌশল কি হবে, তার রোড ম্যাপ এবং কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি "National Tourism Human Capital Development Strategz (NTHCDS): 2021-2030" প্রস্তুতের জন্য Tourism Educators Association of Bangladesh (TEAB) এর সাথ এবাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। TEAB এর নিকট থেকে ইতোমধ্যে উক্ত কৌশল পত্রের খসড়া পাওয়া গিয়েছে যা এখন যাচাই বাছাই হচ্ছে।

৪. টেকসই পর্যটন নিশ্চিত করা জন্য UNV এর সহায়তা ৯টি জেলায় মোট ৪৬২ জনকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫. পর্যটন শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং পর্যটন কর্মীদের মানব সম্পদে উন্নয়ন এবং কাজের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যেমনঃ ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ, ট্যুর অপারেটর প্রশিক্ষণ, স্ট্রীট ফুড ভেন্ডর প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

৬. দেশের বিভিন্ন স্থানের পর্যটন আকর্ষণ ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে উন্নয়ন ও প্রমোট করা এবং স্থানীয়দের জনগোষ্ঠী ও সরকারী/বেসরকারি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে টেকসই পর্যটনে অবদান রাখার জন্য ৫০ টি জেলা এবং ৪৩ টি উপজেলার সাথে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

৭. সেন্টসেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র রক্ষা ও টেকসই পর্যটন নিশ্চিত করলে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৩৫ সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিকল্পনা

সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু-ইকোনমি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদনির্ভর অর্থনীতি তথা সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ও এর তলদেশের বিভিন্ন প্রকার সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত করার অর্থনীতি। International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) কর্তৃক ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এবং United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কর্তৃক ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গমাইল এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিজয়ের ফলে আমাদের এলাকাভুক্ত সমুদ্রের বাংলাদেশের অংশ "উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র" রুপে গণ্য হয়ে থাকে।

কক্সবাজারে আগত দেশী বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেসরকারী পর্যায়ে প্যারা স্লাইডিং, বীচ স্কুটার ইত্যাদি জলজ ক্রীড়া চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করার মাধ্যমে স্পোর্টস ট্যুরিজমকে বিকশিত করা হয়েছে। তাছাড়া সী-বীচ এলাকায় সাক্রাইন উৎসব, সাইক্লিং, মেরাথন, বালু ভাস্কর্য ইত্যাদি সীমিত আকারে হয়ে থাকে। কক্সবাজার বিমান বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য সীমানা বর্ধিতকরণসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বীচ কেন্দ্রিক মাইস ট্যুরিজম

এর বিকাশের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উপকূলীয় জেলার সামদ্রিক পর্যটনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ইতোমধ্যে পর্যটন পণ্য ও পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানগুলোর প্রিন্টিং ব্রশিউর, ই-ব্রশিউর, ট্যুরিস্ট ম্যাপ, ডিজিটাল ম্যাপ, আপস, টিভিসি তৈরি করে দেশে বিদেশে সরাসরি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কুয়াকাটা ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বীচ-কার্নিভ্যাল, পর্যটন মেলা, বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করে থাকে। কুয়াকাটা সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে বীচ রিসোর্ট এবং ইকোপার্ক। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং জেলার পর্যটন ফোকাল পার্সন হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন পর্যটনের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটনের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে প্রস্তুতকৃত স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও এর অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা (০-২ বছর পর্যন্ত)

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে আরও বেশী ওশান ক্রুজ আনয়নে বেসরকারী ট্যুর অপারেটরদের উৎসাহিত করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, বন বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্রুত অনুমতি প্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় সার্ভিস সহজীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে পত্র প্রেরণ করে ও সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর উদ্যোগে গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকা ক্লাব মিলনায়তনে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের নিয়ে "Identification, Development and Marketing of Tourism for Inbound Tour Operation in Bangladesh" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সুনীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ আন্তর্জাতিক ওশান ক্রুজ পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ওশান ক্রুজ ট্যুরিজম এর বিকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধন ও ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। যে সকল বেসরকারি ট্যুর অপারেটরগণ ওশান ক্রুজ পরিচালনা করে থাকেন, তাদেরকে ওশান ক্রুজ পরিচালনার বাৎসরিক কেলেন্ডার ২০২০ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বাৎসরিক কেলেন্ডার পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্রুত অনুমতি প্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় সার্ভিস সহজীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রে/এলাকায় যাতে পর্যটকরা নিরাপদে এবং স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতামূলক জনসভা, প্রয়োজনে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক জনসভা কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্যদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

সমূদ্রসৈকত, সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চলসহ সমুদ্র তীরবর্তী জেলাসমূহে Volunteer Group তৈরি পর্যটন সম্পদ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি। সমূদ্রসৈকত, সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চলসহ সমুদ্র তীরবর্তী জেলাসমূহে পর্যটন সম্পদ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল ও টেকসই পর্যটন নিশ্চিতকল্পে Volunteer Group তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কেন্দ্রিক Volunteer Group তৈরি করা হয়েছে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য স্থানীয়দের সমন্বয় করে Volunteer Group তৈরি করা হয়েছে।

সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সভা/কর্মশালা /সেমিনার/ জনসচেতনতামূলক সভার মাধ্যমে মার্চ ২০২১ এ সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটন অংশিজনের সমন্বয়ে দায়িত্বশীল পর্যটন বিকাশে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। Diving tourism কে উৎসাহিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান। Diving tourism এর বিষয়ে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। বর্তমানে এর সম্ভব্যতা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।

পর্যটন মহাপরিকল্পনায় কক্সবাজার, কুয়াকাটাসহ অন্যান্য সমুদ্র সৈকত ও সমুদ্র সংলগ্ন জেলা, উপজেলা ও পৌরসভার বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনার মাধ্যমে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের সম্ভাবনা সংযুক্ত করা। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

“Coastal & Maritime” পর্যটন উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন। সমূদ্রসৈকত এলাকায় টেকসই পর্যটন জোন তৈরি। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র প্রদর্শনীর জন্য সি-পার্ক বা একুয়ারিয়াম তৈরি। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক একটি পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রনীতব্য মহাপরিকল্পনায় ব্লু-ইকোনমি উদ্যোগ বাস্তবায়নে “Coastal & Maritime” পর্যটন উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

International Fleet Review (IFR)-২০২১ আয়োজন ও বাংলাদেশের সুনিল অর্থনীতির অন্যতম পণ্য কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতকে প্রমোট করা। আগামী ০৭-১০ ডিসেম্বর ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কক্সবাজার ও ইনানী এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক International Fleet Review (IFR)-২০২১ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রায় ৫৬টি দেশের নৌবাহিনীর প্রধানসহ নৌ-বহর এতে অংগ্রহণ করবে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে সমুদ্রকেন্দ্রিক পর্যটনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অন্যতম অংশীজন হিসেবে কাজ করবে।

Ocean Cruise Tourism I Blue Economy and Tourism এর নীতিমালা প্রণয়ন। Tourism Educators Association of Bangladesh (TEAB) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

মধ্য মেয়াদী (৩-৫ বছর পর্যন্ত)

ওশান ক্রুজ পরিচালনায় সেবা সহজীকরণে One Stop Service Center প্রবর্তন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় কওে One Stop Service Center প্রবর্তণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বেসরকারি ট্যুর অপারেটর ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিকসহ বিশ্বেও বিভিন্ন অঞ্চলের ওশান ক্রুজের সাথে বাংলাদেশকে সম্পৃক্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন। আফরোজ শিপিং লাইন নামীয় এশটি বেসরকারি কোম্পানি বঙ্গোপসাগর ও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রমোদতরী সি'ক্রুজ চালুর প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে আমেরিকার বিখ্যাত বিলাসবহুল ক্রুজ লাইনার কোম্পানি রয়েল ক্যারাবিয়ানের ১২তলা বিশিষ্ট পাঁচ তারকা বিলাসবহুল প্রমোদতরী এমভি "ম্যাজেস্ট্রি অফ দ্যা সিস" এবং "ইমপ্রেস অফ দ্যা সিস" ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা গেলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদেও জন্য এটি অন্যতম আকর্ষণীয় ডেসটিনেশন হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান অবদান রাখবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডেও সহিত MOU করার আগ্রহ দেখিয়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে এশটি পত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন রয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে Island Hopping কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক এক স্বল্প মেয়াদী। মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এশটি

আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজ্‌ম বোর্ডেও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ১৮ মাসে সম্পাদিত হবে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় Island Hopping কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা থাকবে।

কক্সবাজার, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা যেমন Para Sailing, Flying Fish, Snorkeling, Scuba Diving সহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালুকরণে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেও উৎসাহিত করণে কার্যক্রম গ্রহণ। কক্সবাজারে আগত দেশী বিদেশী পর্যটকদেও আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেসরকারী পর্যায়ে প্যারা স্লাইডিং, বীচ স্কুটার ইত্যাদি জলজ ক্রীড়া চালু হয়েছে। তাছাড়া সী-বীচ এলাকায় সাক্রাইন উৎসব, সাইক্লিং, মেরাথন, বালু ভাস্কর্য ইত্যাদি সীমিত আকাওে হয়ে থাকে। তাছাড়াও বর্ণিত কার্যক্রম সমূহ কার্যকর ভাবে উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য বেস্কারি বেসামরিক বিনিয়োগের সম্ভ্যবতা নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা পর্যটন মহাপরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে।

Duck tourism কে উৎসাহিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক এক স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এশটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডেও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ১৮ মাসে সম্পাদিত হবে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় Duck tourism কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা থাকবে।

Yacht, Catamaran সহ বিভিন্ন প্রমোদ তরীর সেবা চালুকরণে উদ্যোগ গ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক এক স্বল্প মেয়াদী। মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এশটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডেও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ১৮ মাসে সম্পাদিত হবে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় Yacht, Catamaran কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা থাকবে।

Back water Tourism এর সম্ভ্যবতা যাচাই, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ। বাংলাদেশের বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা ও অন্যান্য সমুদ্র তীরবর্তী জেলা সমূহে Back

water Tourism এর সম্ভাবতা যাচাই, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে বিষয়ে পর্যটন মহাপরিকল্পনায় Feasibility study করা হবে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দীর্ঘ মেয়াদী (৫ বছরের উর্ধ্বে)

সমূদ্রসৈকত এলাকায় টেকসই পর্যটন জোন তৈরি। সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও এর আশেপাশের সর্বমোট ১৭৪৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে "সেন্টমার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া" হিসেবে ঘোষণা জন্য ইতোমধ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় প্রণীত মহাপরিকল্পনায় মেরিন ড্রাইভকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত হোটেল/মোটেল, ইকো-কটেজ, রেস্তোরা ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বেসামরকি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক এক স্বল্প মেয়াদী। মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় সমূদ্রসৈকত এলাকায় টেকসই পর্যটন জোন তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা থাকবে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

সমূদ্রসৈকত, সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চলের পর্যটন সম্পদ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ। সমূদ্রসৈকত, সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চল যেমনঃ Cox's Bazar, Kuakata, Saint Martins Island, Sonadia, Maheshkhali, Sandwip, Char Kukri Murki, Hatia, Nijhum Dwip, Sonar Char এবং অন্যান্য coastal এলাকায় পর্যটন সম্পদ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে পর্যটন মহাপরিকল্পনায় Feasibility study করা হবে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Integrated Tourism Resort Zones (ITRZ) অথবা Tourism Cluster গঠন। সমূদ্রসৈকত, দ্বীপ, চরাঞ্চল ও সমুদ্র তীরবর্তী জেলাসমুহে Integrated Tourism Resort Zones (ITRZ) অথবা Tourism Cluster এর বিষয়ে পর্যটন মহাপরিকল্পনায় Feasibility Study and Assessment করা হবে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৩৬ ট্যুরিজম রিকভারী প্ল্যান প্রণয়ন

কভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন ট্যুর অপারেটর; ট্যুর গাইড; ট্রাভেল এজেন্ট; হজ্ব লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় পর্যটন; নৌ পরিবহন/ট্যুরিস্ট ভেসেল; বিমান; সড়ক পরিবহন/ট্যুরিস্ট কোচ/পর্যটন এলাকার ছোট, মাঝারি ও বড় পরিবহন; রেল পরিবহন; হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, রেস্ট হাউস, বাংলো, কটেজ, পর্যটন শিল্পের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা; দেশীয় খাবার বিক্রেতা স্ট্রিট ফুড ভেন্ডর; ভাসমান বিক্রেতা হকার; এমিউজমেন্ট পার্ক, শিশু পার্ক; পিকনিক স্পট; পর্যটন এলাকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান; স্পা, সেলুন, পার্লার; শপিংমল; সিবিটি অপারেটর; ফুড সাপ্লাই চেইন; কমিশন এজেন্ট; পর্যটন এলাকা কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পী; ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম; পর্যটন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; চলমান ও পাইপ লাইনে থাকা পর্যটন প্রকল্পসমূহ; পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পণ্য ও খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী; মৎসজীবি; পর্যটন এলাকায় ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান; পর্যটন এলাকার ঘোড়া চালক; মোটর বাইক চালক; সমুদ্র সৈকত এলাকার বিশ্রাম চেয়ার ব্যবসায়ী; সিনেমা, থিয়েটার, একুরিয়াম, মিউজিয়াম; কেবল কার ব্যবসায়ী; অডিও, ভিডিও ও ফটোগ্রাফার; হাওর, চা বাগান ও রিজার্ভ ফরেস্ট ভিত্তিক পর্যটন; প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পর্যটন কেন্দ্র; জাতীয় ঐতিহাসিক স্থান ও MICE পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ জনশক্তি।

করোনাভাইরাস দুর্যোগ থেকে মুক্তির পরও এ সংকট থেকে পর্যটন শিল্পের উত্তরণের জন্য অনেক সময় লাগবে বিধায় এই সময়ে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক দক্ষ/আধা দক্ষ জনবল স্থায়ীভাবে বেকার হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে যার বিরূপ প্রভাব পড়বে পর্যটনসহ দেশের সার্বিক কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির উপর।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সংকট উত্তরনের উপায় এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পর্যটন বাজারে সুবিধা অর্জনের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই শিল্পের বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পৃথক পলিসি ও গাইডলাইন থাকবে।

৮.৩৭ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ খাত পর্যটন শিল্প। WTTC COVID-19 এর রিপোর্ট মতে COVID-19 মহামারী ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পে বিশ্বব্যাপী ৫০ মিলিয়ন চাকরি হ্রাস করতে পারে। এশিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। একবার প্রকোপ শেষ হয়ে গেলে, শিল্পটি পুনরুদ্ধারে ১০ মাস পর্যন্ত সময় নিতে পারে।

৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণাসহ এবং বন্ধ করে দেয়া হয় সমস্ত পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান, হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিনোদন কেন্দ্র, আকাশ, সড়ক, রেল ও নৌ-পথ। ফলে বাংলাদেশের আউটবাউন্ড ও ইনবাউন্ড ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে; ক্ষতির সম্মুখীন হন পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। গভীর অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত হয় পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ কর্মী এবং এদের উপর নির্ভরশীল কমপক্ষে দেড় কোটি মানুষ। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে মার্চ থেকে মে ২০২০, এই তিন মাসে ভ্রমণ ও পর্যটন খাতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ১৪৮৭.০২ কোটি টাকা। করোনা ভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত শ্রমঘন এ পর্যটন শিল্পকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এ খাতের ক্ষতি পরিমাণ নির্ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা থেকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড একটি গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য/উদ্দেশ্য অর্জনে "Impact of Covid-19 on Tourism industry in Bangladesh: Current situation analysis and suggestions for the future" বিষয়ে পর্যটন শিল্পের দশটি উপখাতে দেশব্যাপী গবেষণা পরিচালনা করার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান BIDS এর সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

COMCEC COVID Response Program

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (OIC) -এর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সংগঠন COMCEC বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সদস্য দেশগুলোর মুক্ত করার জন্য ২০২০ সালে COMCEC COVID Response (CCR) নামীয় একটি অনুদান কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি, বানিজ্য ও পর্যটন খাতে করোনা মহামারি প্রভাব দূর করা। প্রতিটি খাতে নিম্নবর্ণিত তিনটি কম্পোনেন্টের বিপরীতে অর্থায়নের বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে প্রস্তাব/প্রকল্প দাখিলের জন্য আহ্বান করা হয়। প্রকল্পগুলো হলোঃ

- Needs assessment

  একটি গবেষণামূলক প্রকল্প যা মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে করোনার মহামারীর প্রভাব বিশ্লেষণ ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা হবে।

- Sharing expertise
  - নির্বাচিত খাতগুলিতে মহামারীটির নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সদস্যদেশগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা শেয়ার করার প্রকল্প। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছেঃ
  - প্রশিক্ষণ
  - কর্মশালা
  - ভিজিটিং এক্সপার্ট

- Direct Grant:

  মহামারীর নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য চূড়ান্ড় উপকারভোগীদের (প্রতিষ্ঠান, কৃষক, এসএমই ইত্যাদি) সরাসরি প্রয়োজন পূরণ করে এমন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা পরিষেবা ক্রয়।

এ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উপস্থিতে গত অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনলাইনে একটি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয় এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করে। পর্যটন খাতে প্রায় ১৫০ টি প্রকল্প থেকে বিচারক প্যানেল যাচাই বাছাই করে ৭টি প্রকল্প চূড়ান্ত করে। ৭ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত Needs Assessment কম্পোনেন্টের "Rejuvenation of Small Businesses Affected by COVID – 19: A Case on Tour Operators in Bangladesh" বিষয়ক প্রকল্প রয়েছে।

৮.৩৮ "কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

কুয়াকাটা হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। অগণিত ভক্তরা এখানে 'রাস পূর্ণিমা' এবং 'মাঘী পূর্ণিমা' উৎসবে উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে তীর্থযাত্রীরা সাগরে পবিত্র স্নান করেন এবং ঐতিহ্যবাহী মেলায় অংশ নেন। এখানে পর্যটকগণ ১০০ বছরের পুরানো বৌদ্ধ মন্দির দেখতে পাবে যেখানে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি এবং দুটি ২০০ বছরের পুরানো কূপ রয়েছে। ৩৬ ফুট লম্বা স্বর্ণের বৌদ্ধ মূর্তি, সাগরের পাশেই বেড়ীবাধের উপরে আরেকটা বৌদ্ধ মূর্তি, শুটকি পল্লী, ফাতরার চর, লাল কাঁকড়ার দ্বীপ, মোহনীয় মায়াময়ী গঙ্গামতির চর - যেখানে দাঁড়িয়ে একই সাথে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়।

কূয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের সন্নিকটবর্তী আরও কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। সেগুলো হলঃ (১) ফাতরার বন-সমুদ্র সৈকতের পশ্চিম দিকের সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ বন, যা 'দ্বিতীয়

সুন্দরবন' হিসেবে পরিচিত; (২) কুয়াকাটার 'কুয়া'-কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের কাছে রাখাইন পল্লী কেরানীপাড়ার শুরুতেই একটা বৌদ্ধ বিহারের কাছে রয়েছে একটি প্রাচীন কুপ; (৩) সীমা বৌদ্ধ বিহার-প্রাচীন কুয়াটির সামনেই রয়েছে প্রাচীন সীমা বৌদ্ধ বিহার, যাতে রয়েছে প্রায় সাঁইত্রিশ মন ওজনের অষ্ট ধাতুর তৈরি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মূর্তি; (৪) কেরানিপাড়া-সীমা বৌদ্ধ বিহারের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে রাখাইন আদিবাসীদের পল্লী কেরানিপাড়া; (৫) আলীপুর বন্দর-কুয়াকাটা থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তরে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম বড় মৎস্য ব্যবসা কেন্দ্র আলীপুর; (৬) মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধ বিহার-কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পূর্বে রাখাইন আদিবাসীদের আবাসস্থল মিশ্রিপাড়ায় রয়েছে একটি বৌদ্ধ বিহার, যাতে রয়েছে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মূর্তি; এবং (৭) গঙ্গামতির জঙ্গল-কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের পূর্ব দিকে গঙ্গামতির খালের পাশে গঙ্গামতি বা গজমতির জঙ্গল। এ সকল দর্শনীয় স্থানের প্রায় সবগুলোই কূয়াকাটার পর্যটন আকর্ষণ।

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর থানার লতাচাপলী ইউনিয়নে অবস্থিত কূয়াকাটার দুরত্ব ঢাকা থেকে সড়কপথে ৩৮০ কলোমিটার এবং বরিশাল থেকে ১০৮ কিলোমিটার। কূয়াকাটা পৌরসভা গঠনের মাধ্যমে এর একটি শহুরে ভাব ফুটে উঠেছে। এই সমুদ্র সৈকতকে কেন্দ্র করে অগণিত মানুষের জীবন জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে। ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব কুয়াকাটা (টোয়াক) এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী কুয়াকাটাস্থ পর্যটক নির্ভর যে সব পেশার ব্যবসায়ীরা রয়েছেন এর মধ্যে ১৫০টি হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, কটেজ জনবল রয়েছে ১৪৫০ জন, ৪০টি খাবার হোটেল রয়েছে ৪২০ জন, ট্যুর অপারেটরদের জনবল ১৩০ জন, ট্যুর গাইড ৩০ জন, ফটোগ্রাফার ১৩০ জন, স্টুডিও মালিক ও কর্মচারী ৬০ জন, সী-বীচ ছাতা বেঞ্চ ব্যবসায়ীদের জনবল ৬০ জন, মটরসাইকেল গাইড রয়েছেন ৩৫০ জন, অটো চালক ১১০ জন, চারটি স্পটে স্ট্রিডফুড ভেণ্ডর ১২০ জন, তিনটি ফিস ফ্রাই মার্কেটে ২৪০ জন, ঝিনুক, আচার ও রাখাইন সামগ্রী বিক্রেতা ৪৫০ জন, শুটকী ব্যবসায়ী ও শুটকী প্রক্রিয়াকরণে দুটি পল্লীতে ১৪০ জন, পর্যটন এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ বিক্রি ও আহরণে জড়িত ৫১৫ জন, রাখাইন মার্কেট, তাত পল্লীসহ রাখাইন বিভিন্ন উপকরণ বিক্রেতা ২৬০ জন, চা, কফি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ২০০ জন, বীচ কার ও স্পীড বোড ৪০ জন, ট্যুরিস্ট বোটে জনবল রয়েছে ৬৫ জন।

[তথ্য সূত্র: ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব কুয়াকাটা (টোয়াক)]

কূয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এবং এর সন্নিকটবর্তী পর্যটন আকর্ষণ বা দর্শনীয় স্থানকে কেন্দ্র করে অনেক অপরিকল্পিত অবকাঠামো গড়ে উঠছে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে কূয়াকাটা তার সৌন্দর্য হারাবে এবং একটি ইট পাথরের জঞ্জালে পরিণত হবে। সাগর কন্যা খ্যাত কূয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কূয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এবং এর সন্নিকটবর্তী এলাকাসমূহ নিয়ে এরূপ আকর্ষণীয় এবং সম্ভাবনাময় পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য কূয়াকাটার পরিকল্পিত

উন্নয়ন আবশ্যক। কুয়াকাটা ও এর সন্নিকটবর্তী এলাকার বিদ্যমান ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা ও রক্ষা করা পর্যটনশিল্প বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমির সদব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক। কুয়াকাটার পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করাসহ অননুমোদিতভাবে নির্মিত ভবন ও স্থাপনা অপসারণ করা একান্তভাবে জরুরী। পর্যটন শিল্প বিকাশে পর্যটন অঞ্চলের অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহ দৃষ্টিনন্দিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কুয়াকাটাকে পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিলম্বে "কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও অপরিহার্য।

"কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করা হলে উক্ত কর্তৃপক্ষ- ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। কুয়াকাটার পর্যটন মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের নিমিত্তে ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং এ সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে। ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলী গ্রহণ করবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটনকেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদসম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কুয়াকাটায় নিরাপদ অবস্থান ও যাতায়াত সহজতর করার জন্য আধুনিক পর্যটন নগরী ও অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করবে। সমুদ্র সৈকতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ করবে। আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা তৈরী এবং এর ধারাবাহিক সংরক্ষণ করবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি করবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন সাধন করবে। সমুদ্র সৈকত বা সংলগ্ন পর্যটন অঞ্চলে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, বিনোদন ও সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। কুয়াকাটাকে একটি অসাধারণ ও আর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চলে পরিণত করার জন্য আরো অনেক কিছু করার থাকবে প্রস্তাবিত কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের।

তাই কুয়াকাটাকে পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড থেকে বেসামরিক বিমান

পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়কে" কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৮.৩৯ সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন

সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র। এটি দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। সুনীল সমুদ্রের পানি এবং বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এটি পর্যটকগণের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি পর্যটন গন্তব্য। প্রতিবছর অক্টোবরের মাঝামাঝি হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক পর্যটক এই দ্বীপের সৌন্দয্য উপভোগের জন্য বেড়াতে আসেন। অপরিকল্পিত পর্যটনের কারণে দ্বীপটির প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উল্লেখ্য, ০৮ মে ২০১৪ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে পর্যটকগণের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পর্যটকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে বীচ এর পরিচ্ছন্নতা ও নান্দনিকতা সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলাধীন সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ইউএন ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের স্থানীয় অংশীজনদের নিয়ে পরামর্শ সভা আয়োজন এবং ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা মোতাবেক পর্যটকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে বীচ এর পরিচ্ছন্নতা ও নান্দনিকতা সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভলান্টিয়ারগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এসকল ভলান্টিয়ারগণের কার্যক্রমের সমন্বয় এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সেন্টার/অফিস অতীব জরুরী। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে পর্যটকগণের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার লক্ষ্যে স্থানীয় অংশীজনদের নিয়ে যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সেন্টমার্টিনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুারোপ করা হয়। অংশীজনদের মতে সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঠিক রেখে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিবিধ কাযে ব্যবহার যোগ্য একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেন্দ্রটি হতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা যেতে পারে-

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত ভলান্টিয়ারদের সমন্বয় এবং কর্মবণ্টন, সেন্টমার্টিন দ্বীপে অবস্থানকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর অফিস, সেন্টমার্টিন দ্বীপের উন্নয়ন লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য কনফারেন্স রুম, দূর্যোগ তথ্য এবং ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপে অবস্থানরত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সকল ধরণের সমন্বয় সাধন কেন্দ্র। তাছাড়াও এটি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্লাস্টিকসহ সকল প্রকার অপচনশীল বর্জ্যসমূহ এখানে সংগ্রহ করে তা টেকনাফে পাঠানো যেতে পারে। উল্লেখ্য, টেকনাফ উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন এনজিও এর সহায়তায় টেকনাফের মূল ভূখন্ডে একটি স্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৮.৪০ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনী লাউঞ্জের সম্মুখভাগে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর একটি ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার রয়েছে। উক্ত ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারটি পরিচালনার জন্য Action Management Solution নামক একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে দুই বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারটি সার্বক্ষণিকভাবে আগামী দুই বছর পরিচালনা করবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টারটি সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছে। সম্পাদিত কাজের মধ্যে রয়েছে তিনটি ব্রান্ডিং কার্যক্রম, সার্বক্ষণিক ভিডিও প্রচারের লক্ষ্যে টেলিভিশন স্থাপন, ট্যুরিস্টদের ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি প্রদানের জন্য Wifi ব্যবস্থা চালু। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে এখানে ব্রশিওর র‍্যাক, চার্জিং স্টেশন, অফিসিয়াল ইকুইপমেন্ট (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্কানার, টেলিফোন সেট) ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হবে। এছাড়াও আগত দর্শনার্থীদের বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পকেট সাইজের একটি ট্রাভেল গাইড প্রস্তুত করা হয়েছে।

ছবিঃ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার

৮.৪১ জেলা ও উপজেলায় পর্যটকগণের জন্য মৌলিক সুবিধাদি সম্প্রসারণ কাজ।

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলাধীন বিখ্যাত "দিবর দীঘি" এলাকায় চল্লিশ লক্ষ টাকা, যশোর জেলার কালেক্টরেট ক্যাম্পাসের পুকুর সংলগ্ন এলাকায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলাধীন লক্ষীবাউর জলাবনে (খরতির জঙ্গল) এ পঁচিশ লক্ষ টাকা, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় পর্যটন স্পটের প্রাচীর নির্মাণ, প্রবেশগেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন, ওয়াশব্লক নির্মাণ, গার্ডরুম, ক্যান্টিন, ঘাটলা নির্মাণ ও সংস্কারসহ উন্নয়ন কাজের জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার মুকুন্দপুরে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন সাতলা শাপলা বিলে চল্লিশ লক্ষ টাকা, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলাধীন আদিনাথ মন্দিরে পঁঞ্চাশ লক্ষ টাকা, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় সোনাতলা পর্যটন কেন্দ্রে

পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকাসহ মোট তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৯) অন্যান্য কার্যক্রম

৯.১ ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ/ডিজিটাল গাইড

বাংলাদেশের একটি ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ/ডিজিটাল গাইড প্রণয়নের জন্য উন্মুক্ত দর পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বিমান এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। এই ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপে থাকবে বাংলাদেশের পর্যটন স্পটসমুহের চিহ্ন, যেখানে ক্লিক করলে উক্ত পর্যটন স্পটের টেক্স, অডিও এবং ভিজ্যুয়াল বিবরণ পাওয়া যাবে। এই ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ বিদেশে বাংলাদেশের সকল মিশনেও দেয়া যাবে।

৯.২ 'পর্যটন জার্নালিস্ট ফেলোশিপ' আয়োজন করে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিককে ফেলোশিপ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.৩ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বজুড়ে উপস্থাপনের জন্য আইকনিক ল্যান্ডমার্ক এবং নতুন Brand Name চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

৯.৪ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে পর্যটন সম্পর্কিত উদ্যোগের প্রচারের লক্ষ্যে এটুআই এর সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর একটি সমঝোতা চুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছেঃ

১. টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন যুগোপযোগীকরণ;
২. ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পর্যটন আকর্ষণের প্রচার ও বিপণন;
৩. পর্যটন খাতে নতুন কর্ম সৃজনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ;
৪. গ্রামীণ পর্যটন বিকাশ এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের জন্য জনগণকে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্তকরণ;
৫. পর্যটকগণের জন্য মৌলিক সুবিধাদি সম্প্রসারণ;

৬. উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় এবং

৭. দেশীয় ও আঞ্চলিক পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং আর্ন্তজাতিক পর্যটন সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়।